وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ﴿٤١﴾

৪১। ওয়া'লামূ~আন্নামা- গানিমতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফাআন্না লিল্লা-হি খুমুসাহূ ওয়া লির্‌রাসূলি ওয়া লিযিল্

(৪১) আর জেনে রাখো যে, তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে (কাফির থেকে) অর্জন করবে, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাসূলের জন্য, তাঁর

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ

কুর্‌বা- ওয়াল্ ইয়াতা-মা- ওয়াল্ মাসা-কীনি ওয়াব্‌নিস্ সাবীলি, ইন্ কুন্‌তুম্ আ-মান্‌তুম্ বিল্লা-হি

আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীমদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমরা বিশ্বাস রাখ আল্লাহর প্রতি এবং সে বিষয়ের প্রতি যা আমি

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

ওয়ামা~আনযাল্‌না- 'আলা- 'আব্‌দিনা- ইয়াওমাল্ ফুরক্বা-নি ইয়াওমাল্ তাক্বাল্ জাম্'আ-ন ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি

অবতীর্ণ করেছিলাম আমার বান্দার প্রতি (হক ও বাতিলের) পার্থক্যকরণের দিনে, যেদিন দু'টি দল (মুসলমান ও কাফির) পরস্পর মিলিত হয়েছিল এবং আল্লাহই

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ

শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৪২। ইয্ আন্‌তুম্ বিল্ 'উদ্‌ওয়াতিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়া হুম্ বিল'উদ্‌ওয়াতিল্ কুস্বওয়া- ওয়ার্‌রাক্‌বু

সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (৪২) স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে এবং কাফেলা ছিল

أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ

আসফালা মিন্‌কুম্; ওয়া লাও তাওয়া-'আদ্‌তুম্ লাখ্‌তালাফ্‌তুম্ ফিল্ মী'আ-দি ওয়ালা-কিল্ লিইয়াক্বিদ্বিয়া

তোমাদের থেকে নিম্নাঞ্চলে। আর যদি তোমরা পারস্পরিক ওয়াদাবদ্ধ হতে (যুদ্ধ সম্পর্কে) তবে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হত।

اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن

ল্লা-হু আমরান্ কা-না মাফ'উ-লাল লিইয়াহ্‌লিকা মান্ হালাকা 'আম্ বাইয়্যিনাতিওঁ ওয়া ইয়াহ্‌ইয়া- মান্ হাইয়্যা 'আম্

কিন্তু আল্লাহ সম্পন্ন করতে চান যে কাজটি ঘটার ছিল, অর্থাৎ যে ধ্বংস হবে সে যেন ধ্বংস হয় প্রমাণ ভিত্তিক এবং যে বেঁচে থাকবে সে যেন বেঁচে থাকে প্রমাণ ভিত্তিক।

بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ

বায়্যিনাতিন্; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লাসামী'উন্ 'আলীম। ৪৩। ইয্ ইয়ুরীকা হুমুল্লা-হু ফী-মানা-মিকা ক্বালীলা; ওয়া লাও

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৪৩) স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন, যদি তাদের সংখ্যা আপনাকে বেশী দেখাতেন

أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ

আরা- কাহুম্ কাছীরাল্ লাফাশিল্‌তুম্ ওয়ালাতানা- যা'তুম্ ফিল্ আম্‌রি ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা সাল্লাম; ইন্নাহূ

তবে অবশ্যই আপনি হতোদ্যম হয়ে পড়তেন এবং তোমরা অবশ্যই পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করতে কর্ম নির্ধারণ ব্যাপারে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন, নিশ্চয়ই

○ টীকা (আঃ ৪১) ঃ فان لله خمسه و ..... (আল্লাহর জন্য পঞ্চমাংশ এবং) এখানে আল্লাহর নাম বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া মূলতঃ সব কিছুরই আসল মালিক তিনি। বস্তুতঃ গনীমতের মাল পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদগণের জন্য এবং বাকী এক অংশ (خمس) পুনরায় পাঁচ ভাগ করে এক ভাগ রাসূলের (স), এক ভাগ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, এক ভাগ ইয়াতীমদের, এক ভাগ মিসকীনদের, আর এক ভাগ মুসাফিরদের জন্য। রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পরে এখন তাঁর অংশ মুসলমানদের কল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় হবে অথবা তখনকার ইমাম প্রাপ্ত হবেন অথবা বাকী চার অংশের মধ্যে মিলিয়ে দেয়া হবে। (তাঃ কাদেরী)

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٤﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا

'আলীমুম্ বিযা-তিস স্বুদূর। ৪৪। ওয়া ইয্ ইয়ুরীকুমূ হুম্ ইযিল্ তাক্বাইতুম্ ফী~আ'ইয়ুনিকুম্ ক্বালীলাওঁ
তিনি অন্তর্যামী। (৪৪) আর যখন তোমরা দু'দল পরস্পর মিলিত হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে দেখিয়েছিলেন তোমাদের দৃষ্টিতে অল্প সংখ্যক করে

وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ

ওয়া ইয়ুক্বাল্লিলুকুম্ ফী~আ'ইয়ুনিহিম্ লিইয়াক্বদ্বিয়াল্লা-হু আম্‌রান্ কা-না মাফ'উলা-; ওয়া ইলাল্লা-হি
এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলেন স্বল্প সংখ্যক করে, যাতে আল্লাহ সম্পন্ন করতে পারেন যা ঘটার ছিল এবং আল্লাহর দিকেই

রুকূ ৮ (২৭) ৫

تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ

তুর্‌জা'উল্ উমূর। ৪৫। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইযা- লাক্বীতুম্ ফিআতান্ ফাছবুতূ ওয়াযকুরুল্লা-হা
প্রত্যাবর্তিত হয় সকল ব্যাপার। (৪৫) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন (শত্রু) দলের সাথে (যুদ্ধের ময়দানে) মুখোমুখি হবে তখন তোমরা অবিচল থাকবে এবং অধিক

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٦﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا

কাছীরাল লা'আল্লাকুম্ তুফ্‌লিহূন্। ৪৬। ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়ালা- তানা-যা'উ- ফাতাফ্‌শালূ
পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (৪৬) আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং তোমরা পরস্পর ঝগড়া করবে না।

وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَا تَكُونُوا

ওয়া তায্‌হাবা রীহুকুম্ ওয়াস্বিরূ, ইন্নাল্লা-হা মা'আসস্বা-বিরীন। ৪৭। ওয়ালা- তাকূনূ
অন্যথায় তোমরা শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি চলে যাবে এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (৪৭) তোমরা তাদের

كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

কাল্লাযীনা খরাজূ মিন্ দিয়া-রিহিম্ বাত্বারাওঁ ওয়া রিআ—আন্‌না-সি ওয়া ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন্ সাবীলি
মত হয়োনা, যারা তাদের ঘর হতে বের হয়েছিল অহংকারী অবস্থায় ও লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করেছিল।

اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٨﴾ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

ল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু বিমা- ই'য়ামালূনা মুহীত্ব। ৪৮। ওয়া ইয্ যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু আ'মা-লাহুম্
আল্লাহ তাদের কার্যসমূহ বেষ্টন করে আছেন। (৪৮) যখন শয়তান শোভনীয় করে তুলল, (তাদের সামনে) তাদের আমলগুলো

وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ

ওয়া ক্বা-লা লা-গা-লিবা লাকুমুল্ ইয়াওমা মিনান্ না-সি ওয়া ইন্নী জ্বা-রুল্লাকুম্, ফালাম্মা- তারা—আতিল্
এবং বলল, লোকদের মধ্য হতে কেউই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না এবং আমি তোমাদের সাহায্যকারী। অতঃপর যখন দু'দল পরস্পর

الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ

ফিআতা-নি নাকাস্বা'আলা- 'আক্বিবাইহি ওয়া ক্বা-লা ইন্নী বারী—উম্ মিন্‌কুম্ ইন্নী~আরা- মা- লা- তারাওনা
মুখোমুখি হল, তখন সে পিছপা হয়ে সরে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম, নিশ্চয়ই আমি যা দেখছি

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ

ইন্নী~আখা-ফুল্লা-হা; ওয়াল্লা-হু শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ৪৯। ইয্ ইয়াকূলুল্ মুনা-ফিকূনা ওয়াল্লাযীনা

তা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা। (৪৯) আর যখন মুনাফিক ও যাদের

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

ফী কুলূবিহিম্ মারাদ্বুন গাররা হা~উলা—য়ি দীনুহুম্; ওয়া মাঈঁ ইয়াতাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি ফাইন্নাল্লা-হা

অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলল, "এদেরকে তাদের ধর্ম ধোকায় ফেলেছে।" যে কেউই আল্লাহর উপর ভরসা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ

'আযীযুন্ হাকীম্। ৫০। ওয়া লাও তারা~ইয্ ইয়াতাওয়াফ্ফাল্লাযীনা কাফারুল্ মালা—য়িকাতু ইয়াদ্বরিবূনা

শক্তিশালী ও বিজ্ঞ। (৫০) আর যদি আপনি দেখতেন, যখন ফিরিশতাগণ কাফিরদের জান কবয করে (এমন অবস্থায় যে) তাদের

وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

উজূহাহুম্ ওয়া আদবা-রাহুম্, ওয়া যূক্ 'আযা-বাল্ হারীক্ব। ৫১। যা-লিকা বিমা- ক্বাদ্দামাত্

মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠ দেশে আঘাত করে (এবং বলে) জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি উপভোগ কর। (৫১) এ শাস্তি তোমাদের সে সব কর্মের জন্য

أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ

আইদীকুম্ ওয়া আন্নাল্লা-হা লাইসা বিযাল্লা-মিল লিল্'আবীদ। ৫২। কাদা'বি আ-লি ফির্'আওনা ওয়াল্লাযীনা

যা তোমাদের হাত দ্বারা পূর্বে করেছ এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ জুলুমকারী নন তাঁর বান্দাদের উপর। (৫২) ফেরাউনের গোত্রীয় লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের

مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

মিন্ ক্বাব্লিহিম্; কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাআখাযাহুমু ল্লা-হু বিযুনূবিহিম, ইন্নাল্লা-হা ক্বাবিয়্যুন

অভ্যাসের ন্যায় তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন তাদের গুনাহের কারণে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ

শাদীদুল 'ইক্বা-ব্। ৫৩। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা লাম্ ইয়াকু মুগায়্যিরান নি'মাতান্ আন'আমাহা- 'আলা- ক্বাওমিন্

ক্ষমতাবান, কঠিন শাস্তিদাতা। (৫৩) এটা এ কারণে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন নন যে, পরিবর্তন করেন কোন নিয়ামত (দান) যা তিনি কোন সম্প্রদায়কে দান করেন,

حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ

হাত্তা- ইয়ুগাইয়্যিরূ মা- বিআন্ফুসিহিম্ ওয়া আন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম্। ৫৪। কাদা'বি আ-লি ফির্'আওনা

যতক্ষণ না তারা নিজেরা (তাদের কার্যকলাপ দ্বারা) সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৫৪) ফিরাউনের গোত্রীয় লোকজন ও

✪ টীকা (আঃ ৪৯) قلوبهم مرض - (যাদের অন্তরে রোগ আছে) এখানে সে সব মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নতুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং মুসলমানদের সফলতার ব্যাপারে সন্দেহ করছিল। অথবা, মুশরিকীনদেরকে বুঝানো হয়েছে, অথবা, মদীনায় বসবাসকারী ইয়াহুদীগণকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ৫৩) এস্থলে এটাই বর্ণনা করা আল্লাহর উদ্দেশ্য যে, কাফেরদেরকে আযাবে গ্রেফতার করণের কারণ দু'টি। একটি কারণ এই যে, কাফেরগণ নিজেরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের প্রতি পদাঘাত করেছে এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ সকলের কথা শুনেন এবং সকলের অবস্থা জ্ঞাত আছেন। এতদ্ব্যতীত কাফেরদের কথাও তিনি শুনতেছিলেন এবং তাদের মনের গ্লানির বিষয়ও অবগত ছিলেন। এ কারণেই কাফেরদের আযাবের যোগ্যপাত্র বিবেচনায় তাদের প্রতি আযাব নাযিল করেন।

وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا

ওয়াল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্; কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহিম্ ফাআহ্লাক্না-হুম্ বিযুনূবিহিম্ ওয়া আগ্রাক্বনা~

তার পূর্ববর্তী লোকজনের অভ্যাসের ন্যায় তারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি তাদের গুনাহের

آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ

আ-লা ফির্'আওনা; ওয়া কুল্লুন কা-নূ য্বা-লিমীন্। ৫৫। ইন্না শার্রাদ্দাওয়া—ব্বি 'ইন্দাল্লা-হিল লাযীনা

কারণে এবং ফেরাউনের গোত্রীয় লোকজনকে ডুবিয়ে দিয়েছি এবং তারা সকলেই ছিল অত্যাচারী। (৫৫) নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্ব নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা

كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي

কাফারূ ফাহুম্ লা- ইয়ু' মিনূন্। ৫৬। আল্লাযীনা 'আ-হাদ্তা মিন্হুম্ ছুম্মা ইয়ান্কুদ্বূনা 'আহ্দাহুম্ ফী

কুফরী করেছে অতঃপর ঈমান আনেনি। (৫৬) তাদের অবস্থা হল যে, তুমি তাদের মধ্য হতে যাদের সাথে চুক্তি করেছিলে তারা প্রত্যেকবারই তাদের চুক্তি ভংগ করে এবং তারা

كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ

কুল্লি মার্রাতিওঁ ওয়াহুম্ লা- ইয়াত্তাকূন্। ৫৭। ফাইম্মা- তাছক্বাফান্নাহুম্ ফিল্ হ্বারবি ফাশার্রিদ্ বিহিম্ মান

(এ ব্যাপারে) ভয়ও করে না। (৫৭) আর যদি তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে (আয়ত্তে) পেয়ে যান; তবে তাদেরকে এমনভাবে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দিন যাতে

خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ

খাল্ফাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ায্ যাক্কারূন্। ৫৮। ওয়া ইম্মা- তাখা-ফান্না মিন্ ক্বাওমিন্ খিয়া-নাতান্ ফাম্বিয ইলাইহিম্

তাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তারা (এর দ্বারা) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (৫৮) আর যদি কোন সম্প্রদায়ের থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় থাকে তবে তাদের চুক্তি তাদের

৭ ع ৩ রুকু

عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

'আলা- সাওয়া—য়িন্; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়ুহ্বিব্বুল্ খা—য়িনীন্। ৫৯। ওয়া লা- ইয়াহ্সাবান্নাল্লাযীনা কাফারূ

দিকে নিক্ষেপ করুন, এমন অবস্থায় যে আপনারা (উভয়ই) সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদেরকে ভালবাসেন না। (৫৯) কাফিররা যেন এ ধারণা না করে যে, তারা

سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ

সাবাকূ ; ইন্নাহুম লা ইয়ু'জ্বিযূন্। ৬০। ওয়া আ'য়িদ্দূ লাহুম্ মাসতাত্বা'তুম্ মিন্ কুওয়্যাতিওঁ ওয়া মির্রিবা-ত্বিল্

বেঁচে গেছে। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবে না। (৬০) এবং তাদের (কাফিরদের) মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুত

الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۚ

খাইলি তুরহিবূনা বিহী'আদুও ওয়াল্লা-হি ওয়া'আদুওওয়াকুম্ ওয়া আ-খারীনা মিন্ দূনিহিম, লা- তা'লামূনাহুম্,

করে রাখবে ও পালিত ঘোড়া-এর দ্বারা তোমরা শঙ্কিত রাখবে আল্লাহর দুশমনদেরকে এবং তাদের ছাড়া অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না,

✪ টীকা (আঃ ৫৫) ان شر الدواب ঃ (সর্ব নিকৃষ্ট জীব) এখানে কাফিরদেরকে شر الناس (সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ) বলার পরিবর্তে তাদেরকে شر الدواب (সর্ব নিকৃষ্ট জীব) বলা হয়েছে, যা শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদির বেলায় বলা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এর ব্যবহার চতুষ্পদ জন্তুর বেলায় হয়ে থাকে। কাফিরদের সম্পর্ক মানুষের সাথে নয় তারা কুফরী করে জানোয়ার বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ৬০) قوة (যুদ্ধের হাতিয়ার) قوة-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। যেহেতু যুদ্ধের হাতিয়ার দ্বারা সৈন্যদের শক্তি অর্জন হয়ে থাকে। তাই এখানে এর দ্বারা যুদ্ধের হাতিয়ার বুঝানো হয়েছে। (তাঃ কাদেরী)

اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ

আল্লা-হু ইয়া'লামুহুম; ওয়া মা- তুনফিকূ মিন্ শাইয়িন্ ফী সাবীলিল্লা-হি ইয়ুওয়াফ্ফা ইলাইকুম্ ওয়া আন্তুম্

আল্লাহ তাদেরকে ভালভাবে জানেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে তার প্রতিদান পূর্ণভাবে তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি

لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ

লা-তুযলামূন্। ৬১। ওয়া ইন্ জ্বানাহূ লিস্সাল্মি ফাজ্নাহ্ লাহা- ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি; ইন্নাহূ হুওয়াস্

জুলুম করা হবে না। (৬১) তারা যদি সন্ধির প্রতি অগ্রসর হয় তবে আপনিও সন্ধির প্রতি অগ্রসর হোন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন, নিশ্চয়ই তিনি

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٢﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۚ هُوَ

সামী'উল্ 'আলীম। ৬২। ওয়া ইঁয়ুরীদূ~আইঁ ইয়াখ্দা'উ-কা ফাইন্না হ্বাস্বাকাল্লা-হু; হুওয়া

সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৬২) আর যদি তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই

الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٣﴾ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۚ لَوْ اَنْفَقْتَ

ল্লাযী~আইয়্যাদাকা বিনাস্বরিহী ওয়া বিল্ মু'মিনীন্। ৬৩। ওয়া আল্লাফা বাইনা কুলূবিহিম্; লাও আন্ফাক্তা

(আল্লাহ) তাঁর সাহায্য দ্বারা এবং মুমিনগণের দ্বারা আপনাকে সাহায্য করেছেন। (৬৩) এবং ঐক্যেরপ্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাদের অন্তরে। পৃথিবীতে যা কিছু

مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ

মা- ফিল্ আর্দ্বি জ্বামী'আম্মা~আল্লাফ্তা বাইনা কুলূবিহিম্ ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা আল্লাফা বাইনাহুম্;

আছে সবকিছুও যদি আপনি ব্যয় করতেন তথাপিও তাদের অন্তরে ঐক্যেরপ্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি

اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٤﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

ইন্নাহূ 'আযীযুন্ হাকীম। ৬৪। ইয়া~আইয়্যুহান্নাবিয়্যু হাস্বুকাল্লা-হু ওয়া মানিত তাবা'আকা মিনাল্

করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (৬৪) হে নবী! আপনার জন্য এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্য

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٥﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ

মু'মিনীন্। ৬৫। ইয়া~আইয়্যুহান্নাবিয়্যু হাররিদ্বিল্ মু'মিনীনা 'আলাল্ ক্বিতা-লি, ইইঁয়্যাকুম মিন্কুম্

আল্লাহই যথেষ্ট। (৬৫) হে নবী! মুমিনগণকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন, যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি

عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ

'ইশ্রূনা স্বা-বিরূনা ইয়াগ্লিবূ মিয়াতাইনি; ওয়া ইইঁয়্যাকুম্ মিন্কুম্ মিয়াতুই ইয়াগ্লিবূ~আল্ফাম মিনাল

থাকে; তবে তারা দু'শত ব্যক্তির উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকে তবে তারা বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের মোকাবিলায়।

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ

লাযীনা কাফারূ বিআন্নাহুম্ ক্বাওমুল্লা- ইয়াফ্ক্বাহূন্। ৬৬। আল্আ-না খাফ্ফাফাল্লা-হু 'আন্কুম্ ওয়া 'আলিমা আন্না

কারণ, নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (৬৬) এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন এবং তিনি ভালভাবেই

৮ ع ৪ রুকূ

فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ

ফীকুম্ দ্বা'ফান ; ফা ইইঁয়াকুম্ মিন্‌কুম্ মিয়াতুন্ স্বা-বিরাতুইঁ ইয়াগ্‌লিবূ মিয়াতাইনি, ওয়া ইইঁয়াকুম্ মিন্‌কুম্

জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যদি তোমাদের মধ্যে একশ' ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকে; তবে তারা দু'শ ব্যক্তির উপর জয়ী হবে আর যদি তোমাদের মধ্যে

أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن

আল্‌ফুইঁ ইয়াগ্‌লিবূ~আল্‌ফাইনি বিইযনিল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু মা'আসস্বা-বিরীন্। ৬৭। মা- কা-না লিনাবিয়্যিন্ আঁই

থাকে এক হাজার; তবে তারা জয়ী হবে দু'হাজারের উপর আল্লাহর হুকুমে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন। (৬৭) নবীর জন্য এ কাজ শোভনীয় নয় যে, তাঁর

يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ

ইয়াকূনা লাহূ~আস্‌রা- হাত্তা- ইয়ুছ্‌খিনা ফিল্ আর্‌দ্বি; তুরিদূনা 'আরাদ্বাদ্‌দুন্‌ইয়া, ওয়াল্লা-হু

কাছে বন্দীদেরকে (জীবিত) রেখে দিবে- যতক্ষণ না পৃথিবীতে ব্যাপক হত্যার মাধ্যমে কাফিরদের নিপাত করে দেয়া হয়, তোমরা তো পার্থিব সম্পদ কামনা কর। আর

يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ

ইয়ুরীদুল্ আ-খিরাতা; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ হাকীম্। ৬৮। লাওলা- কিতা-বুম মিনাল্লা-হি সাবাক্বা লামাস্‌সাকুম্

আল্লাহ চান পরকালকে। আল্লাহ মহা শক্তিশালী, মহা বিজ্ঞ। (৬৮) যদি পূর্ব থেকেই আল্লাহর তরফ থেকে বিধান নির্ধারিত না থাকত তবে তোমরা যা গ্রহণ

فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

ফীমা~আখাযতুম্ 'আযা-বুন্ 'আযীম্। ৬৯। ফাকুলূ মিম্মা- গানিম্‌তুম্ হালা-লান্ ত্বাইয়্যিবাওঁ ওয়াত্তাকুল্লা-হা;

করেছ তাতে অবশ্যই তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি এসে যেত। (৬৯) তোমরা খাও হালাল ও পবিত্র জেনে গনিমতের মাল যা তোমরা অর্জন করেছ এবং আল্লাহকে

রুকু ৯ ৫৬ ৫ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ

ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম। ৭০। ইয়া~আইয়্যুহাননাবিইয়্যু কুল লিমান্ ফী~আইদীকুম্ মিনাল্ আস্‌রা~

ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৭০) হে নবী! যে সব বন্দী আপনার হাতে রয়েছে তাদেরকে বলে দিন যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু

إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ

ইইঁয়া'লামিল্লা-হু ফী কুলূবিকুম্ খাইরাইঁ ইয়ু'তিকুম্ খাইরাম মিম্মা~উখিযা মিন্‌কুম্ ওয়া ইয়াগ্‌ফির্ লাকুম্,

জানতে পারেন তবে তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়েও উত্তম বস্তু তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন,

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ

ওয়াল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম। ৭১। ওয়া ইইঁয়ুরীদূ খিয়া-নাতাকা ফাক্বাদ্ খা-নুল্লা-হা মিন্ ক্বাব্‌লু

আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭১) আর যদি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় তবে নিশ্চয়ই এর পূর্বে তারা আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা

---

✪ শানে নুযূল (আঃ ৬৭) ما كان لنبى বদরের যুদ্ধের দিন সত্তর জন কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সাহাবাগণকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) পরামর্শে বসলেন। হযরত আবুবকর (রা) পরামর্শ দিলেন, তাদেরকে তাদের প্রত্যেকের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হোক, হতে পারে তারা একদিন না একদিন ইসলাম গ্রহণ করবে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। *হযরত ওমর (রা)-সহ কতিপয় সাহাবী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা (বন্দীরা) কাফিরদের সর্দার, এদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিন। রাসূল (স) হযরত আবুবকরের (রা) পরামর্শ গ্রহণ করে মুক্তিপণের পরিবর্তে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

ফাআম্কানা মিন্হুম; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ৭২। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া হা-জ্বারূ

করেছে। অতঃপর তিনি আপনাকে তাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৭২) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে,

وَجٰهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولٰئِكَ

ওয়া জ্বা-হাদূ বিআম্ওয়া-লিহিম্ ওয়া আন্ফুসিহিম্ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়াল্লাযীনা আ-ওয়াও ওয়ানাস্বারূ~উলা—য়িকা

স্বীয় মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا

বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া—উ বা'দ্বিন; ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া লাম্ ইয়ুহা-জ্বিরূ মা-লাকুম্ মিওঁ ওয়ালা-

একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করে নি, হিজরত না করা পর্যন্ত তোমাদের সাথে তাদের

يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ

ইয়াতিহিম্ মিন্ শাইয়িন্ হাত্তা- ইয়ুহা-জ্বিরূ, ওয়া ইনিস্তান্স্বারূকুম্ ফিদ্দীনি

উত্তরাধিকারীত্বের কোন সংস্রব নেই। আর যদি তারা তোমাদের কাছে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তোমাদের

فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا

ফা'আলাইকুমুন নাস্বরু ইল্লা- 'আলা- ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ ওয়া বাইনাহুম্ মীছা-কুন ওয়াল্লা-হু বিমা-

কর্তব্য (তাদের) সাহায্য করা। কিন্তু সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের পারস্পরিক চুক্তি হয়েছে। আল্লাহ

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ

তা'মালূনা বাস্বীর্। ৭৩। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া—উ বা'দ্বিন, ইল্লা- তাফ্'আলূহু

তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্মের সর্বদ্রষ্টা। (৭৩) আর যারা কাফির তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু, যদি তোমরা এ নির্দেশ

تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

তাকুন্ ফিত্নাতুন্ ফিল্ আর্দ্বি ওয়া ফাসা-দুন্ কাবীর্। ৭৪। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া হা-জ্বারূ

অনুযায়ী কাজ না কর, তবে পৃথিবীতে গোলযোগ ও মহা বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। (৭৪) যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে

وَجٰهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولٰئِكَ هُمُ

ওয়া জ্বা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়াল্লাযীনা আ-ওয়াও ওয়া নাস্বারূ- উলা—ইকা হুমুল্

এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই হল

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٥﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ

মু'মিনূনা হাক্কক্বান; লাহুম্ মাগ্ফিরাতুওঁ ওয়া রিয্কুন্ কারীম্। ৭৫। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মিম্

প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। (৭৫) আর যারা (এর) পরবর্তীকালে ঈমান এনেছে,

بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجٰهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ

বা'দু ওয়া হা- জ্বারূ ওয়া জ্বা-হাদূ মা'আকুম্ ফাউলা—য়িকা মিন্কুম্; ওয়া উলুল্ আরহ্বা-মি

হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যারা আত্মীয়, তারা

بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِي كِتٰبِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

বা'দ্বুহুম্ আওলা- বিবা'দ্বিন্ ফী কিতা-বিল্লা-হি; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম।

আল্লাহর হুকুমে একে অন্যদের অপেক্ষা (মীরাসের) অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

এক চতুর্থাংশ ১০ ৫৬ ৬ রুকূ

সূরা তাওবাহ্
মাদানী

# سورة التوبة مدنية

আয়াত ঃ ১২৯
রুকূ ঃ ১৬

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١ فَسِيْحُوْا

১। বারা—আতুমমিনাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী~ইলাললাযীনা 'আ-হাদতুম মিনাল্ মুশরিকীন্। ২। ফাসীহূ

(১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হল, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে। (২) (হে মুশরিকগণ)

فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ

ফিল আরদ্বি আরবা'আতা আশহুরিওঁ ওয়া'লামূ~আন্নাকুম গাইরু মু'জ্বিযিল্লা-হি ওয়া আন্নাল্লা-হা

তোমরা পরিভ্রমণ কর এ যমীনে (মক্কায়) চার মাস এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ

مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝٢ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ

মুখ্যিল্ কা-ফিরীন্। ৩। ওয়া আযা-নুমমিনাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী~ইলাননা-সি ইয়াওমাল্ হাজ্জ্বিল্

কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন, (৩) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্বের দিনে মানুষের প্রতি এ ঘোষণা যে,

✪ সূরা তাওবার নামকরণ ঃ এ সূরার নামের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ অনেক নামের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ১. তাওবা; কেননা, এ সূরায় কতিপয় মুসলমানের তাওবা কবুলের উল্লেখ রয়েছে। ২. দ্বিতীয় হচ্ছে, বারায়াত (براءة) অর্থ- সম্পর্ক বিচ্ছেদ। এ সূরায় মুশরিকীনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদের ঘোষণা করা হয়েছে। এ সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ না থাকার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে যুক্তিসম্মত মত হচ্ছে- সূরা তাওবা পূর্ববর্তী সূরা আনফালের অংশ বিশেষ, এটা ভিন্ন কোন সূরা নয়। এ কারণে এর প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ নেই।

✪ টীকা (আঃ ১) براءة (সম্পর্ক বিচ্ছেদ) মক্কা বিজয়ের পরে নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবুবকর (রা), হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবাগণকে (রা) কুরআন মজীদের এ আয়াত এবং এ নির্দেশ নিয়ে প্রেরণ করেন, যাতে তারা মক্কা শরীফে গিয়ে সর্ব সাধারণের কাছে এ ঘোষণা দেন। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মোতাবেক ঘোষণা করে দিলেন যে, কোন মানুষ আল্লাহ তা'আলার ঘর উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে না; বরং আগামী বছর থেকে কোন মুশরিককে আল্লাহ তা'আলার ঘরে হজ্ব করার জন্য অনুমতি দেয়া হবে না। (কুঃ কারীম)

الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۙ۬ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ ۚ

আকবারি আন্নাল্লা-হা বারী—উমমিনাল মুশ্‌রিকীনা ওয়া রাসূলুহূ, ফাইন তুবতুম্ ফাহুওয়া খইরুল্লাকুম্

আল্লাহ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন মুশরিকদের থেকে এবং তাঁর রাসূলও। যদি (এখনও) তোমরা তাওবা কর, তবে সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

وَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ

ওয়া ইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ ফা'লামূ~আন্নাকুম্ গাইরু মু'জ্বিযিল্লা-হি; ওয়া বাশ্‌শিরিল্লাযীনা কাফারূ বি'আযা-বিন্

আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির

اَلِیْمٍ ﴿৪﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِیْنَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوْكُمْ شَیْـًٔا وَّلَمْ

আলীম্। ৪। ইল্লাল্লাযীনা 'আ-হাদতুম মিনাল্‌মুশরিকীনা ছুম্মা লাম ইয়ানকুস্বূকুম্ শাইয়াওঁ ওয়ালাম্

সু-সংবাদ দাও। (৪) অবশ্য সে সব মুশরিক ব্যতীত যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে, অতঃপর চুক্তি রক্ষায় তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি এবং

یُظَاهِرُوْا عَلَیْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰی مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

ইয়ুযা-হিরূ 'আলাইকুম আহাদান্ ফাআতিম্মূ~ইলাইহিম্ 'আহ্‌দাহুম্ ইলা- মুদ্দাতিহিম্; ইন্নাল্লা-হা

তোমাদের মোকাবিলায় কাউকে সাহায্যও করেনি। তাদের সাথে কৃত চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ

یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ ﴿৫﴾ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِیْنَ حَیْثُ

ইয়ুহিব্বুল্ মুত্তাক্বীন্। ৫। ফাইযান্ সালাখাল্ আশ্‌হুরুল হুরুমু ফাক্বতুলূল্ মুশ্‌রিকীনা হাইছু

পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (৫) অতঃপর যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে নিষিদ্ধ মাসসমূহ তখন মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে

وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا

ওয়াজাদতুমূহুম্ ওয়া খুযূহুম্ ওয়াহ্‌স্বুরূহুম্ ওয়াক্ব'উদূ লাহুম্ কুল্লা মার্‌স্বাদ, ফাইন্ তা-বূ

সেখানেই হত্যা করবে। তাদেরকে গ্রেফতার করবে, ঘেরাও করবে এবং প্রত্যেকটি সামরিক ঘাঁটিতে তাদের জন্য বসে থাক। যদি তারা তাওবা করে,

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِیْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿৬﴾ وَاِنْ

ওয়া আক্বা-মুসস্বালা-তা ওয়া আ-তাউয্ যাকা-তা ফাখাল্লূ সাবীলাহুম; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৬। ওয়া ইন্

সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে ছেড়ে দাও তাদের পথ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৬) আর যদি

اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِیْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰی یَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ

আহাদুম মিনাল্ মুশ্‌রিকীনাস্ তাজা-রাকা ফাআজ্বিরহু হাত্তা- ইয়াস্‌মা'আ কালা-মাল্লা-হি ছুম্মা আব্‌লিগ্‌হু

মুশরিকদের থেকে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শোনতে পারে।

مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْلَمُوْنَ ﴿৭﴾ كَیْفَ یَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِیْنَ عَهْدٌ عِنْدَ ع ১ ৬ ৭ রুকূ

মা'মানাহূ; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বাওমুল্লা- ইয়া'লামূন্। ৭। কাইফা ইয়াকূনু লিল্ মুশ্‌রিকীনা 'আহ্‌দুন্ 'ইন্দা

অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দাও। এর কারণ হল, তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়, (৭) কিভাবে (গ্রহণযোগ্য) হবে মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ ও

اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا

ল্লা-হি ওয়া 'ইন্দা রাসূলিহী~ইল্লাল্লাযীনা 'আ-হাদতুম্ 'ইন্দাল্ মাস্জ্বিদিল্ হ্বারা-মি, ফামাস্তাক্বা-মূ

তাঁর রাসূলের নিকট? তাদের ভিন্ন, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে মসজিদুল হারামের নিকট, সুতরাং যতক্ষণ তারা তোমাদের চুক্তির উপর কায়েম থাকবে

لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ

লাকুম্ ফাস্তাক্বীমূ লাহুম্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহ্বিব্বুল্ মুত্তাক্বীন্। ৮। কাইফা ওয়া ইইঁয়াযহারূ 'আলাইকুম্

তোমরাও ততক্ষণ তাদের চুক্তির উপর কায়েম থেক। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (৮) কেমন করে (তাদের সাথে চুক্তি করবে?) অথচ তোমাদের

لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ

লা- ইয়ারক্বূবূ ফীকুম্ ইল্লাওঁ ওয়ালা- যিম্মাতান ; ইয়ুর্দূনাকুম্ বিআফ্ওয়া-হিহিম্ ওয়া তা'বা- ক্বুলূবুহুম-;

উপর যদি তারা জয়ী হয়, তখন তারা তোমাদের আত্মীয়তা ও চুক্তির কোনটারই খেয়াল করবে না, তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে তাদের মুখ দ্বারা, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ

وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ

ওয়া আকছারুহুম্ ফা-সিকূন্। ৯। ইশ্তারাও বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ছামানান্ ক্বালীলান্ ফাস্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিহী;

অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (৯) তারা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যে বিক্রি করে আর তাঁর রাস্তা থেকে লোকদেরকে

اِنَّهُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ

ইন্নাহুম্ সা—আ মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১০। লা- ইয়ারক্বূবূনা ফী মু'মিনিন্ ইল্লাওঁ ওয়ালা- যিম্মাতান ;

বিরত রাখে, নিশ্চয়ই তারা যা করে তা কতইনা নিকৃষ্ট। (১০) তারাতো মুমিনদের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে

وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ

ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ মু'তাদূন্ ১১। ফাইন্ তা-বূ ওয়া আক্বা-মুস্বালা-তা ওয়া আ-তাউযাকা-তা

না এবং তারাই সীমা অতিক্রমকারী, (১১) অতঃপর যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তারা

فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۭ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا

ফাইখ্ওয়া-নুকুম্ ফিদ্দীন্; ওয়ানুফাস্সিলুল্ আ-য়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন। ১২। ওয়া ইন্ নাকাছূ~

তোমাদের দ্বীনী ভাই, আর আমি আয়াতসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি। (১২) আর যদি তারা তাদের

○ টীকা (আয়াত-৮) অত্র সূরা হতে ইসলামের রং পরিবর্তন বুঝা যাচ্ছে। ইসলাম শুরুতে ত সম্পূর্ণ দুর্বল, লাচার এবং পরাজয়ের ভাবই ছিল। তা এতদূর যে, তখন মুসলমানগণ নিজেদের দেশভূমি ছেড়ে হাবশে যেয়ে আশ্রয় নেয় এবং হযরত রাসূলে করীম (সা)ও মক্কায় টিকতে পারেন নি- অপারগ হয়ে মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরে রাসূলে আকরাম (সা) ওমরার জন্য মক্কা গমনের ইচ্ছা করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ কাফেরগণ তাঁকে অগ্রসর হতে দেয় নি। রাসূল (সা) সঙ্গীগণসহ 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হন। তখন রাসূল (সা) মক্কাবাসী কাফেরদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব জানান এবং অতিকষ্টে সন্ধি কার্য সম্পাদিত হয়। সন্ধি হল, কিন্তু তা অপদস্থকর পরাজয়ের সন্ধি। রাসূল (সা)-এর মক্কা গমন এবং ওমরাব্রত পালন সম্ভব হল না- হুদায়বিয়া হতে মদীনা ফিরতে হল। এ সন্ধির শর্ত ছিল এই যে, মুসলমানগণ এভাবে পরবর্তী বছর এসে ওমরা করতে পারবে যে, তাদেরকে তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করতে হবে এবং তিন দিবসের বেশী সময় মক্কায় থাকতে পারবে না। এ সন্ধিতে এ শর্তও থাকে যে, দশ বছরকাল যুদ্ধ মওকুফ থাকবে। এ সময়ের মধ্যে মক্কার কোন লোক যেয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হলে, তাকে ফেরত পাঠাতে হবে; পক্ষান্তরে কোন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করতঃ মুসলমানের দল ছেড়ে মক্কায় চলে গেলে মুসলমানরা তাকে ফেরত পাবার দাবী করতে পারবে না। এবং কোন পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের মিত্রগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবে না, তাদের শত্রুগণের সাহায্যও করতে পারবে না।

أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ

আইমা-নাহুম মিম্ বা'দি 'আহ্‌দিহিম্ ওয়া ত্বা'আনূ ফী দীনিকুম্ ফাক্বা-তিলূ~আয়িম্মাতাল্ কুফরি

চুক্তির পরেও তাদের শপথ ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে নিন্দা করে, তবে তোমরা কাফিরদের নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ কর।

إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ

ইন্নাহুম্ লা~আইমা-না লাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ান্‌তাহূন্। ১৩। আলা- তুক্বা-তিলূনা ক্বাওমান্‌নাকাছূ~আইমা-নাহুম্

কেননা, তাদের শপথ অবশিষ্ট থাকেনি, যাতে তারা বিরত থাকবে। (১৩) তোমরা সে সম্প্রদায়ের সাথে কেন যুদ্ধ কর না? যারা তাদের শপথগুলো ভংগ করেছে

وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ

ওয়া হাম্মূ বিইখ্‌রা-জির্ রাসূলি ওয়া হুম্ বাদাউকুম্ আওওয়্যালা মার্‌রাতিন ; আতাখ্‌শাওনাহুম্,

এবং তারা মনস্থ করেছে রাসূলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার, তারাই প্রথম তোমাদের সাথে বিদ্রোহ শুরু করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর?

فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ

ফাল্লা-হু আহাক্কু আন তাখ্‌শাওহু ইন্‌কুন্‌তুম্ মু'মিনীন্। ১৪। ক্বা-তিলূহুম্ ইয়ু'আয্‌যিব্‌হুমুল্লা-হু

বস্তুতঃ আল্লাহই অধিকতর হকদার যে তোমরা তাকে ভয় কর; যদি তোমরা মুমিন হও। (১৪) তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের

بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۙ

বিআইদীকুম্ ওয়া ইয়ুখ্‌যিহিম্ ওয়া ইয়ান্‌সুরকুম্ 'আলাইহিম ওয়া ইয়াশ্‌ফি স্বুদূরা ক্বাওমিম্ মু'মিনীন্।

হাতে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন ও তোমাদেরকে জয়ী করবেন তাদের উপর এবং মুমিনদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১৫। ওয়া ইয়ুয্‌হিব গাইযা কুলূবিহিম্, ওয়া ইয়াতূবুল লা-হু 'আলা- মাঁই ইয়াশা—উ, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্।

(১৫) এবং তাদের অন্তরের রাগ দূর করবেন। আল্লাহ ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ।

﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا

১৬। আম্ হাসিব্‌তুম্ আন্‌তুত্‌রাকূ ওয়া লাম্মা- ইয়া'লামিল লা-হুল্লাযীনা জা-হাদূ মিন্‌কুম্ ওয়া লাম্ ইয়াত্তাখিযূ

(১৬) তোমরা কি এ ধারণা করছ যে, তোমাদেরকে (বিনা পরীক্ষায়) ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ তখন পর্যন্ত (প্রকাশ্য ভাবে) জেনে নেননি, কারা

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ালা- রাসূলিহী ওয়ালাল্ মু'মিনীনা ওয়ালীজ্বাতান ; ওয়াল্লা-হু খাবীরুম্

তোমাদের মধ্য হতে (আল্লাহর রাস্তায়) যুদ্ধ করেছে এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নি। তোমরা যা

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ ২ ع ১০ ৮ রুকুঃ

বিমা- তা'মালূন্। ১৭। মা- কা-না লিল্‌মুশ্‌রিকীনা আইঁ ইয়া'মুরূ মাসা-জ্বিদাল লা-হি শা-হিদীনা

কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। (১৭) মুশরিকদের এই যোগ্যতাই নেই যে, তারা আবাদ করবে আল্লাহর মসজিদসমূহ এমন

عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِى النَّارِ هُمْ

'আলা~আনফুসিহিম্ বিল্ কুফরি, উলা—ইকা হ্বাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম্, ওয়া ফিন্না-রি হুম্

অবস্থায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সকল আমল ব্যর্থ (মূল্যহীন) এবং তারা জাহান্নামে থাকবে

خٰلِدُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ

খা-লিদূন্। ১৮। ইন্নামা- ইয়া'মুরু মাসা-জ্বিদাল্লা-হি মান্ আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়া আক্বা-মাস্

অনন্তকাল। (১৮) আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করবে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর এবং

الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۖ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا

স্বালা-তা ওয়া আ-তায্ যাকা-তা ওয়া লাম্ ইয়াখ্শা ইল্লাল্লা-হা; ফা'আসা~উলা—য়িকা আঁই ইয়াকূনূ

সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করে না, আশা করা যায় এসব লোকই সঠিক

مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۸﴾ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

মিনাল্ মুহ্তাদীন্। ১৯। আজ্বা'আলতুম্ সিক্বা- ইয়াতাল্হ্বা—জ্জি ওয়া 'ইমা-রাতাল্মাস্জ্বিদিল্ হ্বারা-মি কামান্

পথ প্রাপ্ত হবে। (১৯) যারা হাজীদেরকে পানি পান করান এবং মসজিদুল হারামের আবাদ করে তাদেরকে কি তাদের সমপর্যায়ের মনে করেছ; যারা

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ

আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়া জ্বা-হাদা ফী সাবীলিল্লা-হি ; লা- ইয়াস্তাঊনা 'ইন্দাল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু

ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর রাস্তায়? আল্লাহর নিকট তারা (কখনই) সমপর্যায়ের

لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

লা- ইয়াহ্দিল্ ক্বাওমায্ য্বা-লিমীন্ ২০। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া হা-জ্বারূ ওয়া জ্বা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি

নয়। আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না অত্যাচারী সম্প্রদায়কে। (২০) যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাস্তায়

بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

বিআম্ওয়া- লিহিম্ ওয়া আন্ফুসিহিম্ আ'ষ্বামু দারাজ্বাতান্ 'ইন্দাল্লা-হি; ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ ফা—য়িযূন্।

তাদের মাল ও জান দিয়ে, আল্লাহর নিকট তারা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।

﴿۲۱﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝

২১। ইয়ুবাশ্শিরুহুম্ রাব্বুহুম্ বিরাহ্মাতিম্মিনহু ওয়া রিদ্বওয়া-নিওঁ ওয়া জ্বান্না-তিল্লাহুম্ ফীহা- না'ঈমুম্ মুক্বীম্।

(২১) তাদেরকে তাদের প্রতিপালক সুসংবাদ দিতেছেন তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতসমূহের। তাদের জন্য সেখানে থাকবে স্থায়ী নেয়ামত (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য)।

০ টীকা (আয়াত-১৯) হযরত আব্বাস (রা) রাসূলে পাকের চাচাজান ছিলেন। কিন্তু ইনি মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হন। আর হযরত আলী (রা) ছিলেন রাসূলে পাকের চাচাতো ভাই এবং জামাতা। ইনি সকলের আগে মুসলমান হন এবং রাসূলে পাকের সঙ্গী হয়ে হিজরতের জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। কাজেই ইসলামী খেদমত হযরত আলীর বেশী ছিল। নিকট সম্বন্ধের দিক দিয়ে হযরত আব্বাস রাসূলে পাকের নিকটতর। ইনি হাজীদের পানি পান করানো এবং কা'বাগৃহের খেদমত কার্যকে নিজের পক্ষে গর্বের বিষয় মনে করতেন। অত্র আয়াতগুলোতে ইসলামী খেদমতের মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে।

﴿٢٢﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا

২২। খা-লিদীনা ফীহা~আবাদান ; ইন্নাল্লা-হা 'ইন্দাহূ~আজ্‌রুন্ 'আযীম্। ২৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-

(২২) সেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান। (২৩) হে ঈমানদারগণ!

تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ

তাত্তাখিযু~আ-বা—আকুম্ ওয়া ইখ্‌ওয়া-নাকুম্ আওলিয়া—আ ইনিস্‌তাহ্বাব্বুল্ কুফ্‌রা 'আলাল্ ঈমা-নি,

তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাগণকে তোমরা সুহৃদ হিসেবে গ্রহণ করো না, যদি তারা কুফরীকে ঈমানের চেয়ে অধিক প্রিয় জানে।

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٤﴾ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ

ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লাহুম্ মিন্‌কুম্ ফাউলা—ইকা হুমুয যা-লিমূন্। ২৪। কুল্ ইন্ কা-না আ-বা—উকুম্

তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে হৃদ্যতা রাখে তারাই অত্যাচারী। (২৪) আপনি বলুন, যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের

وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ

ওয়া আব্‌না—উকুম্ ওয়া ইখ্‌ওয়া-নুকুম্ ওয়া আয্‌ওয়াজুকুম্ ওয়া'আশীরাতুকুম্ ওয়া আম্‌ওয়া-লুনিক্বতারাফ্‌তুমূহা- ওয়া তিজ়া-রাতুন্

পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা মন্দা হয়ে যাওয়ার

تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ

তাখ্‌শাওনা কাসা-দাহা- ওয়া মাসা-কিনু তার্‌দ্বাওনাহা~আহ্বাব্বা ইলাইকুম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া জ্বিহা-দিন্

ভয় করছ এবং তোমাদের সে আবাসস্থল যা তোমরা পছন্দ করছ। এ সবগুলো যদি তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর

فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

ফী সাবীলিহী ফাতারাব্বাস্বূ হাত্তা- ইয়া'তিয়াল্লা-হু বিআম্‌রিহী; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল

রাস্তায় জিহাদ করা হতে তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ (শাস্তি) আসা পর্যন্ত। আল্লাহ পাপী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন

الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ ع ৩ ৯ রুকূ

ফা-সিক্বীন্। ২৫। লাক্বাদ্ নাস্বারা কুমুল্লা-হু ফী মাওয়া-ত্বিনা কাছ্বীরাতিওঁ ওয়া ইয়াওমা হুনাইনিন্, ইয্

করেন না। (২৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে জয়ী করেছেন বহু (যুদ্ধের) স্থানে এবং (বিশেষ করে) হোনায়েনের (যুদ্ধের) দিনেও, যখন তোমাদের

اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا

আ'জ্বাবাত্‌কুম্ কাছ্বরাতুকুম্ ফালাম্ তুগনি 'আন্‌কুম্ শাইয়াওঁ ওয়াদ্বা-ক্বাত্ 'আলাইকুমুল্ আরদ্বু বিমা-

সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনই উপকারে আসেনি, বরং যমীন সুপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়েছিল

✪ টীকা (আয়াত-২৪) ঃ অত্র আয়াতে প্রথম প্রথম মুসলমানদের প্রতি খুবই কঠোরতা রয়েছে। এক হিসেবে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার সম্বন্ধ সম্ভব ত্যাগের নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে। যদি এরূপ না করা হত, তা হলে মুসলমানদের জামায়াতও প্রতিষ্ঠিত হত না। আর অবশেষে এটাই হল যে, মুসলমান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অটল রইল এবং কাফের ক্রমে ক্রমে মুসলমান হতে লাগল, তৎফলে মুসলমানদেরকে বহুকাল পর্যন্ত দুনিয়ার সম্বন্ধ ত্যাগের ন্যায় মছীবত সহ্য করতে হল না।

✪ শানে নুযূল (আয়াত-২৪) ঃ এ আয়াত সে সকল মুসলমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা হিজরত না করে বলেছিল, হিজরত করলে আমাদের ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ঘর-বাড়ি ইত্যাদি তো ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সকল আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। (মাঃ কুঃ) লবাবুন্নুকূলে আছে, যারা হিজরত করেনি তাদেরকে হযরত আলী (রা) মক্কায় এসে যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করেন তখন তারা এ ওযর পেশ করে। আর এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (লুঃ বাঃ)

رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِينَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى

রাহুবাত্ ছুম্মা ওয়াল্লাইতুম্ মুদবিরীন। ২৬। ছুম্মা আন্যালাল্লা-হু সাকীনাতাহূ'আলা- রাসূলিহী ওয়া 'আলাল্
অতঃপর তোমরা পশ্চাদ্ভাগ প্রদর্শন করতঃ ফিরে গেলে, (২৬) অতঃপর আল্লাহ অবতীর্ণ করেন তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি, তাঁর রাসূল ও

الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ

মু'মিনীনা ওয়া আন্যালা জুনূদাল্লাম্ তারাওহা- ওয়া'আয্যাবাল লাযীনা কাফারূ ; ওয়া যা-লিকা
মুমিনগণের উপর এবং এমন এক সেনাদল অবতীর্ণ করেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদেরকে, আর

جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

জ্বাযা—উল্ কা-ফিরীন্। ২৭। ছুম্মা ইয়াতূবুল্লা-হু মিম্ বা'দি যা-লিকা 'আলা- মাইঁ ইয়াশা—উ, ওয়াল্লা-হু গাফূরুর্
এটা কাফিরদের কর্মফল। (২৭) এরপরেও আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তাওফিক দান করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল,

رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ

রাহীম্। ২৮। ইয়া~আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ইন্নামাল্ মুশ্রিকূনা নাজ্বাসুন্ ফালা- ইয়াক্বরাবুল্ মাস্জ্বিদাল্
দয়ালু। (২৮) হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র, তাই এ বছরের পর তারা মসজিদুল

الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

হারা-মা বা'দা'আ-মিহিম্ হা-যা, ওয়া ইন্ খিফ্তুম্ 'আইলাতান্ ফাসাওফা ইয়ুগ্নীকুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী~
হারামের নিকটে উপস্থিত হতে পারবে না। যদি তোমরা দারিদ্র্যতার ভয় কর; তবে আল্লাহ যদি চান তবে তোমাদেরকে নিজ

إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

ইন্ শা—আ, ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ হাকীম্। ২৯। ক্বা-তিলুল্লাযীনা লা- ইয়ু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়ালা- বিল্ ইয়াওমিল্
অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দিবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (২৯) তোমরা যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা ঈমান আনে না আল্লাহর

الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ

আ-খিরি ওয়ালা- ইয়ুহার্‌রিমূনা মা- হার্‌রামাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ ওয়ালা- ইয়াদীনূনা দীনাল্ হাক্বক্বি মিনা
প্রতি এবং পরকালের প্রতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হারামকৃত বস্তুকে হারাম জানে না এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্য হতে যারা

৪ ع ১০ রুকূ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَتِ

ল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা হাত্তা- ইয়ু'তুল্ জিয্ইয়াতা 'আইঁ ইয়াদিওঁ ওয়াহুম্ স্বা-গিরূন্। ৩০। ওয়া ক্বা-লাতিল্
সত্য দ্বীন কবুল করে না যে পর্যন্ত না তারা অবনত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। (৩০) আর ইয়াহুদীরা বলে,

০ টীকা (আয়াত-২৯) কথায় ত আহলে কিতাব, অর্থাৎ ইহুদী ও নাছারাগণ আল্লাহকেও মান্য করে থাকে এবং পরকাল দিবসেরও মোনকের নয়, কিন্তু যখন তারা "তিন খোদা মান্য করে, কিংবা হযরত ঈসা অথবা হযরত ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র মনে করে, তখন তা খোদাকে মান্য করা নয়। পরকালের মুক্তি আল্লাহর মান্যকারীদেরই জন্য; কিন্তু যার তাওহীদের আকীদার মধ্যেই গোলমাল, সে ব্যক্তি যেন পরকাল দিবসেরও মোনকের। পরকাল দিবসের মোনকের না হলে সে ব্যক্তি 'তিন খোদা' মান্য করবে কেন, এবং কাউকেও খোদার পুত্রই বা স্বীকার করবে কেন?

الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ

ইয়াহূদু 'উযাইরু নিব্নুল্লা-হি ওয়া ক্বা-লাতিন্নাস্বা-রাল্ মাসীহুব্নুল লা-হি ; যা-লিকা ক্বাওলুহুম্
উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এতো তাদের শুধু মুখের কথা। তারা

يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ

বিআফ্ওয়া-হিহিম্, ইয়ুদ্বা-হিঊনা ক্বাওলাল্লাযীনা কাফারূ মিন ক্বাব্লু, ক্বা-তালাহুমুল লা-হু আন্না-
আগেকার কাফিরদের কথার অনুরূপ (কথা) বলছে, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। কিভাবে তারা (সত্য দ্বীন থেকে) ফিরে

يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ

ইয়ু'ফাকূন। ৩১। ইত্তাখাযূ~আহ্বা-রাহুম্ ওয়া রুহ্বা-নাহুম্ আরবা-বাম্মিন দূনিল্লা-হি ওয়াল্ মাসীহাব্
যেতে পারে! (৩১) তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতদেরকে এবং তাদের সন্যাসীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে

ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ

ইব্না মারইয়ামা, ওয়ামা ~উমিরূ~ইল্লা- লিইয়া'বুদূ~ইলা-হাওঁ ওয়া- হিদান, লা ~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া;
এবং মরইয়ম পুত্র মসীহকেও; অথচ তাদেরকে শুধু এক আল্লাহরই ইবাদাত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যিনি ছাড়া অন্য আর কোন মাবুদ নেই,

سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى

সুব্হা-নাহূ 'আম্মা- ইয়ুশ্রিকূন। ৩২। ইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়ুত্বফিউ নূরাল্লা-হি বিআফওয়া- হিহিম্ ওয়া ইয়া'বা
তিনি তাদের অংশী স্থীর করা হতে পবিত্র। (৩২) তারা চায় আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিবে, অথচ আল্লাহ

اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ

ল্লা-হু ইল্লা~আইঁ ইয়ুতিম্মা নূরাহূ ওয়ালাও কারিহাল্ কা-ফিরূন্। ৩৩। হুওয়াল্লাযী~আর্সালা রাসূলাহূ বিলহুদা-
তাঁর নূর দ্বীন ইসলামকে পূর্ণত্ব করে পৌছাবেন, যদিও কাফিররা এটাকে অপছন্দ করে। (৩৩) তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সত্য পথ

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ওয়া দীনিল্ হাক্কি লিইয়ুযহিরাহূ 'আলাদ্দীনি কুল্লিহী; ওয়া লাও কারিহাল্ মুশরিকূন। ৩৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা
ও সত্য দ্বীনসহ যাতে তিনি তার দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা খারাপ মনে করে। (৩৪) হে

অর্ধাংশ

آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

আ-মানূ~ইন্না কাছীরামমিনাল্ আহ্বা-রি ওয়ার্ রুহ্বা-নি লাইয়া'কুলূনা আম্ওয়া-লা
ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই (তাদের) অধিকাংশ পন্ডিত ও সন্যাসী ভক্ষণ করে লোকদের ধনসম্পদ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ

ন্না-সি বিল্বা-ত্বিলি ওয়া ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াক্নিযূনা
অন্যায়ভাবে এবং তাদেরকে বিরত রাখে আল্লাহর রাস্তা থেকে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۙ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ

যাহাবা ওয়াল্ ফিদ্দ্বাতা ওয়ালা- ইয়ুন্ফিক্নাহা- ফী সাবীলিল লা-হি ফাবাশ্শির্হুম্ বি'আযা-বিন্
এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সু-সংবাদ

أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ

আলীম্। ৩৫। ইয়াওমা ইয়ুহ্মা- আলাইহা- ফী না-রি জ্বাহান্নামা ফাতুক্ওয়া- বিহা- জ্বিবা-হুহুম্
দিন। (৩৫) যেদিন সে (জমাকৃত স্বর্ণ রৌপ্য)-গুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে

وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ

ওয়া জুনূবুহুম্ ওয়া যুহূরুহুম্, হা-যা- মা-কানায্তুম্ লিআনফুসিকুম্ ফাযূক্ মা- কুন্তুম্
এবং পৃষ্ঠ দেশে, (তাদেরকে সেদিন বলা হবে) এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, এখন উপভোগ কর তা যা তোমরা সঞ্চয় করে

تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ

তাক্নিযূন্। ৩৬। ইন্না 'ইদ্দাতাশ্ শুহূরি 'ইন্দাল্লা-হিছনা- 'আশারা শাহ্রান্ ফী কিতা-বিল্লা-হি
রেখেছিলে। (৩৬) নিশ্চয়ই মাসসমূহের সংখ্যা গণনা আল্লাহর নিকট আল্লাহর কিতাবে (বিধানে) বারটি,

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ

ইয়াওমা খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা মিন্হা~আরবা'আতুন্ হুরুম্, যা-লিকাদ্দীনুল্
আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দিবস হতেই, তার মধ্যে চার মাস সম্মানিত। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা

الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

ক্বাইয়্যিমু ; ফালা- তাযলিমূ ফীহিন্না আন্ফুসাকুম্ ওয়া ক্বা-তিলূল্ মুশ্রিকীনা কা—ফ্ ফাতান্
(এ মাসগুলোর বিরোধীতা করে নিজেদের উপর) জুলুম কর না। এ মাসসমূহের মধ্যে তোমরা সমষ্টিগতভাবে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে ভাবে তারা তোমাদের সাথে

كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ

কামা- ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ কা—ফ্ফাহ্; ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা মা'আল্ মুত্তাক্বীন্। ৩৭। ইন্নামান্ নাসী—উ যিইয়া-দাতুন্
সমষ্টিগতভাবে যুদ্ধ করে তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ভয়কারীদের সাথে আছেন। (৩৭) এ মাসগুলো পিছিয়ে দেয়া কুফরীর মধ্যে বাড়তি ছাড়া আর কিছুই নয়, এর

✪ টীকা (আয়াত-৩৫) يوم يحمى হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, এ নির্দেশ যাকাতের নির্দেশ আসার আগের। যাকাতের নির্দেশ আসার পরে যাকাতকে আল্লাহ তায়ালা মাল পবিত্র করণের মাধ্যম নির্ধারণ করেন। এ কারণে, আলিমগণ বলেন, যে মালের যাকাত আদায় করা হয় তা كنز (জমা) করার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে মালের যাকাত আদায় করা না হয় তা كنز (জমা) করার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যাপারে কুরআনের এ কঠিন শাস্তি বর্ণিত। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আয়াত-৩৬) কোরআন "বিশ্লেষণ করে থাকে তার কোন কোন শব্দ দ্বারা কোন কোন শব্দের" এটা সর্বসম্মত মশহুর কথা। এর মর্ম এই যে, কোরআনে একই বিষয় সম্পর্কে একাধিক স্থলে উল্লেখ এসেছে। কিন্তু কোথাও একপ্রকার শব্দের ব্যবহার এসেছে এবং কোথাও অন্য প্রকার শব্দের। এ অবস্থায় সবগুলো মিলালে তবেই সঠিক মর্ম বুঝা যায়। এ স্থলে উল্লেখিত 'মুত্তাকীন" শব্দের একাধিক প্রকার অর্থ হতে পারে। এর সাধারণ অর্থ– পরহেজগার, কিন্তু আমি (অর্থাৎ অনুবাদকারী) এর অর্থ গ্রহণ করেছি– (বাড়াবাড়ি হতে) ভয়কারী।" আমার এ অর্থগ্রহণ করার দলীল সূরা বাকারাহ্ দ্বিতীয় পারায় অষ্টম রুকূস্থ নিম্নের আয়াত মওজুদ রয়েছে– অর্থাৎ, "আর যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে তোমাদের উপর তবে তোমরাও বাড়াবাড়ি কর সে ব্যক্তির উপর সেরূপ যেরূপ সে বাড়াবাড়ি করেছে তোমাদের উপর আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখ যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (বাড়াবাড়ি হতে ভয়কারীগণের সঙ্গী)।"

فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا

ফিল্‌কুফ্‌রি ইয়ুদ্বাল্লু বিহিল্লাযীনা কাফারূ ইয়ুহিল্লুনাহূ 'আ-মাওঁ ওয়া ইয়ুহার্‌রিমূনাহূ 'আ-মাল্ লিইয়ুওয়া-ত্বিউ
দ্বারা কাফিরদেরকে পথ ভ্রষ্ট করা হয়; তারা এক বছর সেটা হালাল করে এবং এক বছর সেটা হারাম করে, যাতে আল্লাহ যেগুলোকে হারাম করেছেন সেগুলোর গণনা

عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ

'ইদ্দাতা মা- হার্‌রামাল্লা-হু ফাইউহিল্লু মা- হার্‌রামাল্লা-হু; যুয়্যিনা লাহুম্ সূ—উ আ'মা-লিহিম্, ওয়াল্লা-হু
পূর্ণ করতে পারে, অতঃপর সেগুলো হালাল করে নেয়, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। সৌন্দর্যময় করে দেয়া হয়েছে তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে। আল্লাহ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ ع ১১ রুকু

লা- ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল্ কা-ফিরীন। ৩৮। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানূ মা- লাকুম্ ইযা- ক্বীলা লাকুমুন্
কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৩৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল? যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে,

انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ

ফিরূ ফী সাবীলিল্লা-হিছ ছা-ক্বাল্‌তুম্ ইলাল আরৃদ্বি ; আরাদ্বীতুম্ বিল্ হায়া-তিদ্
আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধের জন্য) বের হও, তখন তোমরা অতিশয় ভারী হয়ে যমীনের সাথে লেগে যাও, তোমরা

الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٩﴾ اِلَّا

দুন্‌ইয়া- মিনাল্ আ-খিরাতি, ফামা- মাতা-'উল্ হায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া- ফিল্ আ-খিরাতি ইল্লা- ক্বালীল্। ৩৯। ইল্লা-
কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ? (শোন!) পরকালের মোকাবিলায় পার্থিব জীবন কিছুই না। (৩৯) যদি

تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ

তান্‌ফিরূ ইয়ু'আযযিব্‌কুম্ 'আযা-বান্ আলীমাওঁ ওয়া ইয়াস্‌তাব্‌দিল্ ক্বাওমান্ গাইরাকুম্ ওয়ালা- তাদ্বুর্‌রূহু
তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও তবে (আল্লাহ) তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দিবেন এবং স্থলাভিষিক্ত করবেন অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের পরিবর্তে, আর তোমরা

شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ

শাইয়া; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ৪০। ইল্লা- তানস্বুরূহু ফাক্বাদ্ নাস্বারাহুল লা-হু ইয্ আখরাজাহুল্
আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (৪০) যদি তোমরা তাঁকে [রাসূল (স)] সাহায্য না কর তবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ

লাযীনা কাফারূ ছা-নিয়াছ নাইনি ইয্ হুমা- ফিলগা-রি ইয্ ইয়াকূলু লিস্বা-হিবিহী লা- তাহ্‌যান্ ইন্না
আল্লাহ, যখন তাঁকে কাফিরেরা (দেশ থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন দু'জনার একজন, যখন তারা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিল, যখন তিনি তাঁর

○ টীকা (আয়াত-৪০) হযরত রাসূলে আকরাম (সা) পূর্ণ দশ বছর কাল মক্কায় দ্বীন ইসলাম প্রচার করেন এবং বিবিধ প্রকার দুঃখ কষ্ট যা কাফেরগণ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল, তা ধৈর্যসহকারে বরদাশত করতে থাকেন। এমন কি কাফেরগণ তাঁকে মেরে ফেলার জন্যও উদ্যত হয়। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, কাফেরগণের হাত হতে তাঁর জীবন রক্ষা করা অসম্ভব, তখন রাসূল (সা) রাত্রে হযরত আলীকে নিজের বিছানায় শয়ন করায়ে হযরত আবুবকরসহ মক্কা হতে বের হয়ে যান এবং তিন মাইল দূরবর্তী "ছুর" পাহাড়ের গহ্বরে লুকায়িত হন। এদিকে কাফেরগণ সংবাদ পাওয়া মাত্রই কুপরামর্শে লিপ্ত হয়। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

ল্লা-হা মা'আনা- ফাআন্যালাল্লা-হু সাকীনাতাহূ 'আলাইহি ওয়া আইয়্যাদাহূ বিজুনূদিল্লাম্ তারাওহা- ওয়া জ্বা'আলা

সঙ্গীকে বলেছিলেন, "চিন্তিত হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর স্বীয় শান্তি বর্ষণ করেন এবং (এমন) এক সেনাদল

كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

কালিমাতাল্লাযীনা কাফারুস্ সুফ্লা-; ওয়া কালিমাতুল্লা-হি হিয়াল্'উল্ইয়া-; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ হ্বাকীম।

দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেন যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তাঁরা কাফিরদের কথা নীচ করে দিলেন এবং আল্লাহর কথাই সমোচ্চ থাকল, আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ﴿٤١﴾

৪১। ইন্ফিরূ খিফা-ফাওঁ ওয়া ছিক্বালাওঁ ওয়া জ্বা-হিদূ বিআম্ওয়া-লিকুম্ ওয়া আন্ফুসিকুম্ ফী সাবীলিল লা-হি;

(৪১) তোমরা বের হয়ে পড়, স্বল্প সরঞ্জাম বা ভারী সরঞ্জাম নিয়ে হলেও এবং আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا

যা-লিকুম্ খাইরুল্ লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন। ৪২। লাও কা-না'আরাদ্বান্ ক্বারীবাওঁ ওয়া সাফারান্ ক্বা-স্বিদাল

উত্তম, যদি তোমরা জানতে। (৪২) যদি (পার্থিব) সম্পদ শীঘ্র পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো এবং সফর যদি সহজ হতো তবে অবশ্যই তারা আপনার অনুসরণ করত,

لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا

লাত্তাবা'উকা ওয়ালা- কিম্ বা'উদাত্ 'আলাইহিমুশ্ শুক্কাহ্; ওয়া সাইয়াহ্লিফূনা বিল্লা-হি লাবিস্তাত্'না- লাখারাজ্না-

কিন্তু এ সফর তাদের কাছে দূরবর্তী হওয়ার কারণে কষ্টকর মনে হল এবং তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, যদি আমাদের সামর্থ্য থাকতো তবে অবশ্যই

রুকু ১২ / ৬

مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٣﴾ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ

মা'আকুম্; ইয়ুহ্লিকূনা আনফুসাহুম্, ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন। ৪৩। 'আফাল্লা-হু 'আন্কা,

তোমাদের সাথে বের হতাম, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে, আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন, কোন লোক

لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٤﴾ لَا

লিমা আযিনতা লাহুম্ হ্বাত্তা- ইয়াতাবাইয়্যানা লাকাল্লাযীনা স্বাদাকু ওয়া তা'লামাল্ কা-যিবীন্। ৪৪। লা

সত্যবাদী তা আপনার কাছে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এবং মিথ্যাবাদীদেরকে না জানা পর্যন্ত আপনি কেন তাদেরকে (যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার) অনুমতি দিলেন? (৪৪) তারা

(৪০ নং টীকার বাকী অংশ) হযরত রাসূলে আকরাম (সা) পর্বত গহ্বরে লুকিয়ে রইলেন। কাফেরগণ খুজতে খুজতে সে গহ্বরদ্বারে উপস্থিত হল, কিন্তু আল্লাহ তখন তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন,- তারা রাসূল (সা)-কে দেখতে পেল না। ইহা সে সময়ের ঘটনা যখন হযরত আবু বকর গহবরের উপর কাফেরগণের চলা-ফেরা করতে দেখে ভীতবিহ্বল হয়েছিলেন এবং রাসূল আকরাম (সা) তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। পয়গাম্বর ছাড়া 'আল্লাহর প্রতি' এ প্রকার ভরসা, অন্যের দ্বারা সম্ভবপরই নয়। ফলকথা, হযরত মুহাম্মদ (সা) নিশিযোগে মক্কা ত্যাগ এবং তদহেতু কাফেরগণের কুযুক্তির সিদ্ধান্তের কথা যখন চারদিকে প্রচারিত হল, তখন আমাদের প্রিয় রাসূল (সা) মদীনা যাত্রার সাধারণ সোজা পথ না ধরে, কষ্টকর পথের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অতি কষ্টে একটু একটু পথ অতিক্রম করতে করতে মদীনায় উপনীত হন। এরই নাম হিজরত, ইহা হতেই মুসলমানদের সন-হিজরীর উৎপত্তি। রাসূল (সা) যে সময় পর্যন্ত ছুর গহবরে ছিলেন, সে পর্যন্ত হযরত আবু বকরের গৃহ হতে তথায় তাঁদের খাদ্যের বন্দোবস্ত ছিল। এ ব্যাপারে পয়গাম্বরের প্রতি হযরত আবু বকরের খেদমত অসীম প্রশংসনীয়। এ খেদমতের কথা কখনো কোন মুসলমান ভুলতে পারবে না। ০ টীকা (আয়াত-৪১) انفروا خفافا -এর অর্থ বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- এককভাবে অথবা সংঘবদ্ধভাবে খুশীতে অথবা নাখুশীতে, গরীব অবস্থায় অথবা, বিত্তশালী অবস্থায়, যুবক অবস্থায় অথবা, বৃদ্ধ অবস্থায়, পদাতিক অবস্থায় অথবা, বাহন অবস্থায়। (কুঃ কারীম)

يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ

ইয়াস্‌তা'যিনুকাল লা-যীনা ইয়ু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি আইঁয়ুজা- হিদূ বিআম্‌ওয়া-লিহিম্

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি, তাদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে; কখনো আপনার কাছে (অব্যাহতি পাওয়ার জন্য)

وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۴﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

ওয়া আনফুসিহিম, ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিল্ মুত্তাক্বীন। ৪৫। ইন্নামা- ইয়াস্‌তা'যিনুকাল্লাযীনা লা- ইয়ু'মিনূনা

অনুমতি প্রার্থনা করবেনা, আল্লাহ পরহেযগারদেরকে ভালভাবেই জানেন। (৪৫) আপনার কাছে (অব্যাহতি পাওয়ার জন্য) অনুমতি প্রার্থনা করে কেবল মাত্র

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝

বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়ারতা-বাত্ কুলূবুহুম্ ফাহুম্ ফী রাইবিহিম্ ইয়াতারাদ্দাদূন।

তারাই যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহযুক্ত, সুতরাং তারা তাদের সন্দেহের মধ্যেই দ্বিধান্বিত।

﴿۴۶﴾ وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ

৪৬। ওয়ালাও আরা-দুল্ খুরূজা লাআ'আদ্দূ লাহূ 'উদ্দাতাওঁ ওয়ালা-কিন্ কারিহাল্লা-হুম্ বি'আ-ছ্বাহুম্ ফাছাব্বাত্বাহুম্

(৪৬) যদি তাদের বের হওয়ার ইচ্ছা থাকত তবে অবশ্যই তার জন্য সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে রাখত, কিন্তু আল্লাহর অপছন্দ ছিল, তাদের যাওয়াটা, সুতরাং

وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿۴۷﴾ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا

ওয়া ক্বীলাক্বু'দূ মা'আল্ ক্বা-'য়িদীন্। ৪৭। লাও খারাজূ ফীকুম্ মা- যা-দূকুম্ ইল্লা- খাবালাওঁ

তাদেরকে নিবৃত্ত রাখলেন এবং বলা হল, তোমরা বসে থাক উপবিষ্টদের সাথে। (৪৭) যদি তারা তোমাদের সাথে বেরও হত, তবে তোমাদের জন্য বিশৃংখলা ছাড়া আর

وَّلَاْ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ

ওয়ালা আওদ্বাউ খিলা-লাকুম্ ইয়াবগূনাকুমুল ফিত্‌নাতা, ওয়াফীকুম্ সাম্মা-'উনা লাহুম্; ওয়াল্লা-হু

অন্য কিছু বৃদ্ধি পেতনা এবং তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্‌না সৃষ্টি করাত এবং তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর

عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۸﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى

'আলীমুম্ বিযযা-লিমীন্। ৪৮। লাক্বাদিব্‌তাগাউল্ ফিতনাতা মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া ক্বাল্লাবূ লাকাল্ উমূরা হাত্তা-

রয়েছে। আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালভাবে জানেন। (৪৮) তারাতো পূর্বেও বিশৃংখলা করতে চেয়েছিল (ওহুদের যুদ্ধে) এবং আপনার কর্মপন্থা ওলট পালট করতে

جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿۴۹﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا

জা—আল্‌হাক্বক্বু ওয়া যাহারা আমরুল্লা-হি ওয়াহুম্ কা-রিহূন্। ৪৯। ওয়া মিন্‌হুম্ মাই ইয়াকূলু'যাল্লী ওয়ালা-

চেয়েছিল। অবশেষে সত্য (আল্লাহর সাহায্য) আসল এবং আল্লাহর নির্দেশের বিজয় হল এবং তারা অপছন্দ করছিল। (৪৯) তাদের মধ্যে কতিপয় লোক বলে, আমাকে

تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

তাফতিন্নী; আলা- ফিল্ ফিত্‌নাতি সাক্বাত্বূ; ওয়া ইন্না জাহান্নামা লামুহীত্বাতুম্ বিল্‌কা-ফিরীন্।

অনুমতি দাও এবং আমাকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলনা, জেনে রেখো তারাই ধ্বংসের মধ্যে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে বেষ্টন করে আছে।

﴿٤٩﴾ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا

৫০। ইন্ তুস্বিব্কা হ্বাসানাতুন্ তাসু'হুম্, ওয়া ইন্ তুস্বিব্কা মুস্বীবাতুই ইয়াক্বূলূ ক্বাদ্ আখাযনা~আম্‌রানা-

(৫০) যদি আপনার কোন কল্যাণ (বিজয়) পৌছে তাদের কাছে তা খারাপ লাগে এবং আপনার উপর যদি কোন বিপদ এসে পৌছে তখন তারা বলে, আমরাতো আমাদের

مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ

মিন্ ক্বাব্লু ওয়া ইয়াতাওয়াল্লাও ওয়াহুম্ ফারিহূন্। ৫১। কুল্ লাই ইয়ুস্বীবানা~ইল্লা- মা- কাতাবাল্লা-হু লানা-,

ব্যাপারে পূর্বেই সাবধানতা অবলম্বন গ্রহণ করেছিলাম। আর তারা খুশী মনে ফিরে যায়। (৫১) আপনি বলুন, আমাদের উপর কিছুই পৌছবে না তা ব্যতীত যা আল্লাহ

هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا

হুওয়া মাওলা-না-, ওয়া'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন। ৫২। কুল্ হাল্ তারাব্বাস্বূনা বিনা~ইল্লা~

আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের মালিক। আর মুমিনগণের (একমাত্র) আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (৫২) বলুন, তোমরা

إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ

ইহ্দাল্ হুস্নাইয়াইনি; ওয়া নাহ্নু নাতারাব্বাস্বু বিকুম্ আই ইয়ুস্বীবাকুমুল্লা-হু বি'আযা-বিম্ মিন্

অপেক্ষা করছ আমাদের ব্যাপারে দুটি ভাল বিষয়ের একটির এবং তোমাদের ব্যাপারে আশা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন তাঁর পক্ষ থেকে অথবা

عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا

'ইন্দিহী~আওবিআইদীনা- ফাতারব্বাস্বূ- ইন্না- মা'আকুম্ মুতারাব্বিস্বূন। ৫৩। কুল্ আন্‌ফিক্বূ ত্বাও'আন্

আমাদের হাত দ্বারা, সুতরাং তোমরা (আমাদের ব্যাপারে) অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। (৫৩) বলুন, তোমরা (চাই) খুশীতে

أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن

আও কার্হাল লাই ইয়ুতাক্বাব্বালা মিন্কুম্; ইন্নাকুম্ কুন্তুম্ ক্বাওমান্ ফা-সিক্বীন্। ৫৪। ওয়ামা- মানা'আহুম্ আন্

ব্যয় কর, অথবা নাখুশীতে ব্যয় কর তা কখনও তোমাদের থেকে কবুল করা হবে না, নিশ্চয়ই তোমরা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় তাদের

تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ

তুক্ববালা মিন্হুম্ নাফাক্বা-তুহুম্ ইল্লা~আন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি ওয়া বিরাসূলিহী ওয়ালা- ইয়া'তূনাস স্বালা-তা

থেকে কবুল না করার বাধা (কারণ) এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে এবং সালাত

إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ

ইল্লা- ওয়া হুম্ কুসা-লা- ওয়া লা- ইয়ুন্‌ফিকূনা ইল্লা- ওয়া হুম্ কা-রিহূন্। ৫৫। ফালা- তু'জিব্কা আম্‌ওয়া-লুহুম্

আদায়ের জন্য (জামাতে) আসে অনীহা নিয়ে এবং অসন্তুষ্ট মনে অর্থ ব্যয় করে। (৫৫) সুতরাং আপনাকে যেন আশ্চর্যান্বিত না করে, তাদের ধন-সম্পদ

وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ

ওয়ালা~আওলা-দুহুম্, ইন্নামা- ইয়ুরীদুল্লা-হু লিইয়ু'আয্‌যিবাহুম্ বিহা- ফিল্ হ্বাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়া তায্‌হাক্বা

এবং তাদের সন্তান সন্ততি। আল্লাহর ইচ্ছাতো এ সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিবেন এবং কাফির অবস্থায়ই

أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ

আনফুসুহুম্ ওয়াহুম্ কা-ফিরূন্। ৫৬। ওয়া ইয়াহ্লিফূনা বিল্লা-হি ইন্নাহুম্ লামিন্কুম্, ওয়া মা-হুম্ মিন্কুম্

তাদের প্রাণ বের হয়ে যায়। (৫৬) তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদেরই দলের লোক; অথচ তারা তোমাদের দলের নয়।

وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٧﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ مَغَـٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا

ওয়ালা-কিন্নাহুম্ ক্বাওমুঁই ইয়াফ্রাকূন্। ৫৭। লাও ইয়াজিদূনা মাল্জাআন্ আও মাগা-রা-তিন আও মুদ্দাখালাল্ লাওয়াল্লাও

বরং তারা ভীতু সম্প্রদায়। (৫৭) যদি তারা কোন আশ্রয় কেন্দ্র, কোন গুহা, অথবা কোন প্রবেশ পথ পায় তবে তারা তীব্র বেগে সেদিকে

إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٨﴾ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَـٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا

ইলাইহি ওয়াহুম্ ইয়াজ্মাহূন্। ৫৮। ওয়া মিন্হুম্ মাইঁ ইয়াল্মিযুকা ফিস্সাদাক্বা-তি, ফাইন্ উ'তূ

পলায়ন করবে। (৫৮) তাদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও আছে যারা সদকার মাল বন্টনের ব্যাপারে আপনার দুর্নাম করে, যদি তার থেকে

مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَآ

মিন্হা- রাদ্বূ ওয়া ইল্লাম্ ইয়ু'ত্বাও মিন্হা~ইযা- হুম্ ইয়াস্খাতূন্। ৫৯। ওয়ালাও আন্নাহুম্ রাদ্বূ মা~

কিছু দেয়া হয় তবে তারা সন্তুষ্ট হয়। আর যদি তার থেকে কিছু দেয়া না হয়; তবে তারা হঠাৎ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। (৫৯) কতইনা ভাল হতো, যদি তারা আল্লাহ ও

ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ

আ-তা-হুমুল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ ওয়া ক্বা-লূ হাস্বুনাল্লা-হু সাইয়ু'তীনাল লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া রাসূলুহূ~

তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যেত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন তাঁর অনুগ্রহ থেকে এবং তাঁর রাসূলও,

إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا ৭ ع ১৩ রুকু

ইন্না~ইলাল্লা-হি রা-গিবূন্। ৬০। ইন্নামাসস্বাদাক্বা-তু লিল্ফুক্বারা—য়ি ওয়াল্ মাসা-কীনি ওয়াল 'আ-মিলীনা 'আলাইহা-

আমরা তো আল্লাহর থেকেই আশাবাদী। (৬০) সদকা (যাকাত) তো কেবল দরিদ্র, নিঃস্ব, যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারী এবং যাদের মন

وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ

ওয়াল্ মুআল্লাফাতি কুলূবুহুম্ ওয়া ফির্রিক্বা-বি ওয়াল্ গা-রিমীনা ওয়া ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়াব্নিস্

আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য এবং দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য।

ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ

সাবীল্; ফারীদ্বাতাম্ মিনাল্লা-হি ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ৬১। ওয়া মিন্হুমুল লাযীনা ইয়ু'যূনান

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ। (৬১) আর তাদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয়

০ টীকা (আয়াত-৬০) ঃ للفقراء، والمسكين (ফকীর ও মিসকীন) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, ফকীর যে অসহায় অবস্থায়ও কারো কাছে হাত পাতে না এবং মিসকীন যে মানুষের কাছে গিয়ে হাত পাতে ও সওয়াল করে। (ইবনে কাসীর) কারো মতে, ফকীর হল, যার কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। (মাঃ কুরআন)

০ টীকা (আয়াত-৬০) ঃ وابن السبيل অর্থাৎ, মুসাফির নিজ গৃহে ধনী হলেও সফরের অবস্থায় যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে যাকাতের অংশ থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে।

ٱلنَّبِىَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ

নাবিয়্যা ওয়া ইয়াকূলূনা হুওয়া উযুনুন্, কুল্ উযুনু খাইরিল্লাকুম্ ইয়ু'মিনু বিল্লা-হি ওয়াইয়ু'মিনু

এবং বলে, তিনি তো কান দিয়ে সব কথাই শ্রবণ করেন, আপনি বলুন, তোমাদের জন্য যা কল্যাণকর সেটাই তিনি এ কান দিয়ে শ্রবণ করেন। তিনি তো আল্লাহর প্রতি

لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ

লিল্মু'মিনীনা ওয়া রাহ্মাতুললিল্লাযীনা আ-মানূ মিন্কুম্, ওয়াল্লাযীনা ইয়ু'যূনা রাসূলাল্লা-হি

ঈমান আনেন, মুমিনদের কথা বিশ্বাস করেন। তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন তিনি তাদের জন্য রহমত স্বরূপ। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ۚ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ

লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৬২। ইয়াহ্লিফূনা বিল্লা-হি লাকুম্ লিইয়ুরদ্বূকুম্; ওয়াল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ~

তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬২) তারা শুধু তোমাদের খুশী করার জন্যই তোমাদের সামনে আল্লাহর শপথ করে, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

তিন চতুর্থাংশ

أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ

আহ্াক্কু আইঁ ইয়ুরদ্বূহু ইন্ কা-নূ মু'মিনীন্। ৬৩। আলাম্ ইয়া'লামূ~আন্নাহূ মাইঁ ইয়ুহা- দিদিল্লা-হা

অধিক হকদার যে, (তারা) তাঁকে খুশী করে, যদি তারা মুমিন হয়। (৬৩) তারা কি জানে না? যে আল্লাহ ও তার

وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ يَحْذَرُ

ওয়া রাসূলাহূ ফাআন্নালাহূ না-রা জ্বাহান্নামা খা-লিদান ফীহা-; যালিকাল্ খিয্ইয়ুল্ 'আযীম্ ৬৪। ইয়াহ্জারুল্

রাসূলের বিরোধিতা করবে, তার জন্য অবশ্যই রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, যেখানে সে অনন্তকাল থাকবে, এটাই চরম লাঞ্ছনা। (৬৪) মুনাফিকরা সর্বদা এ ভয়

ٱلْمُنَـٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟

মুনা-ফিকূনা আন্ তুনায্যালা 'আলাইহিম্ সূরাতুন্ তুনাব্বিউহুম্ বিমা- ফী কুলূবিহিম্, কুলিস্ তাহ্যিঊ

করে যে, কখন না অবতীর্ণ হয় মুসলমানের উপর এমন এক সূরা যা তাদের অন্তরের গোপন বিষয় তাদেরকে জানিয়ে দেবে, বলুন, তোমরা ঠাট্টা করতে থাক

إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ

ইন্নাল্লা-হা মুখ্রিজুম্মা- তাহ্যারূন্। ৬৫। ওয়ালাইন্ সাআল্তাহুম্ লাইয়াকূলুন্না ইন্নামা- কুন্না- নাখূদ্বু

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তারা স্পষ্ট বলে দিবে যে, আমরাতো শুধু

وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٦﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟

ওয়া নাল্'আব্; কুল্ আবিল্লা-হি ওয়া আ-ইয়া-তিহী ওয়া রাসূলিহী কুন্তুম্ তাস্তাহ্যিঊন্। ৬৬। লা- তা'তাযিরূ

পরস্পরে হাস্যালাপ ও খেল তামাশা করছিলাম, বলুন, তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি উপহাস করছিলে? (৬৬) তোমরা বাহানা করোনা,

✪ টীকা (আয়াত-৬৪) মুনাফিকদের মধ্যে দু' প্রকার মুনাফিক ছিল। তাদের কেউ কেউ ত কু-আকীদা বিশিষ্ট ছিল এবং যে কোন কারণ বশতঃ নিজদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত, আর কেউ কেউ সন্দেহকারী এবং দু-দিলবিশিষ্ট ছিল। অত্র আয়াতে এ শেষোক্ত রকমের মুনাফিকের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এরা কোন কোন সময়ে ভয়ও করত, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করতে ছাড়ত না। ✪ টীকা (আয়াত-৬৬) যে মুনাফিক আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, তাদের কেউ কেউ এরূপ যে, কেবল লোকের দেখাদেখি তারা 'হাঁ'র সাথে হাঁ মিলাতে থাকে, এদের দোষ ততোধিক গুরু নয়। আর কেউ কেউ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে। এ শ্রেণীর মুনাফিকই আল্লাহর নিকট শাস্তির যোগ্যপাত্র গণ্য হবে। আল্লাহ এস্থলে এজন্য কারো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন নি যেন, নিজ নিজ অবস্থার প্রতি সকলেই অবহিত এবং সাবধান হয়ে যায়।

قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً

ক্বাদ্ কাফারতুম্ বা'দা ঈমা-নিকুম; ইননা'ফু'আন ত্বা—য়িফাতিম মিন্‌কুম্ নু'আযযিব্ ত্বা—য়িফাতাম্

নিশ্চয়ই তোমরা নিজেদেরকে মুমিন প্রকাশ করে কুফরী করেছ। তোমাদের মধ্য হতে কতককে যদি ক্ষমাও করি তবে কতককে তাদের গুনাহের

بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٧﴾ الْمُنٰفِقُونَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۘ ع ৮ ৭ ১৪ রুকু

বিআন্নাহুম্ কা-নূ মুজ্বরিমীন্। ৬৭। আল্ মুনা-ফিকূনা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বা-তু বা'দ্বুহুম্ মিম্ বা'দ্ব

কারণে অবশ্যই শাস্তি দেব। (৬৭) সকল মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা পরস্পর (চারিত্রিক দিক দিয়ে) একই ধরনের। তারা খারাপ কাজের

يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ

ইয়া'মুরূনা বিল্ মুন্‌কারি ওয়া ইয়ান্‌হাওনা 'আনিল্ মা'রূফি ওয়া ইয়াক্ববিদ্বূনা আইদিয়াহুম্, নাসুল্লা-হা

নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজ থেকে (মানুষদেরকে) বিরত রাখে এবং তাদের হাতকে (দান, সদ্‌কা করা থেকে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে,

فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٨﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنٰفِقِينَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ

ফানাসিয়াহুম্, ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা হুমুল্ ফা-সিকূন্। ৬৮। ওয়া'আদাল্লা-হুল মুনা-ফিক্বীনা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বা-তি ওয়াল কুফ্‌ফা-রা

ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা পাপাচারী। (৬৮) আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য

نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

না-রা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-; হিয়া হ্বাস্‌বুহুম, ওয়া লা'আনাহুমুল্লা-হু ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুম

জাহান্নামের অগ্নির, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সে (অগ্নিই) তাদের (শাস্তির) জন্য যথেষ্ট। তাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে (পরকালে)

مُقِيمٌ ﴿٦٩﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا

মুক্বীম। ৬৯। কাল্লাযীনা মিন ক্বাব্‌লিকুম্ কা-নূ~আশাদ্দা মিন্‌কুম্ ক্বুওয়্যাতাওঁ ওয়া আক্‌ছারা আম্‌ওয়া-লাওঁ ওয়া আওলা-দা-;

চিরস্থায়ী শাস্তি। (৬৯) (হে মুনাফিকরা!) তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায়, যারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল এবং যারা অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির

فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

ফাস্‌তাম্‌তা'উ বিখালা-ক্বিহিম্ ফাস্‌তাম্‌তা'তুম্ বিখালা-ক্বিকুম্ কামাস তাম্‌তা'আল্লায়ীনা মিন্ ক্বাবলিকুম্

মালিক। সুতরাং তারা সুবিধা ভোগ করেছে তাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা তোমরাও সুবিধা ভোগ করলে তোমাদের অংশ দ্বারা যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের

بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

বিখালা-ক্বিহিম্ ওয়া খুদ্বতুম্ কাল্লাযী খা-দ্বূ, উলা—ইকা হ্বাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম্ ফিদ্দুন্‌ইয়া-

অংশ থেকে সুবিধা ভোগ করেছে এবং তোমরাও অনর্থক গল্পে নিমগ্ন হচ্ছে, যেভাবে তারা অনর্থক গল্পে নিমগ্ন হয়েছে। তাদের আমল ইহকাল

وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٧٠﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ওয়াল্ আ-খিরাতি, ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ খা-সিরূন। ৭০। আলাম্ ইয়া'তিহিম্ নাবাউল লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্

ও পরকালে নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৭০) তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ পৌছেনি?

قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ

ক্বাওমি নূহিঁও ওয়া 'আ-দিঁও ওয়া ছামূদ; ওয়া ক্বাওমি ইব্‌রা-হীমা ওয়া আস্বহা-বি মাদ্‌ইয়ানা ওয়াল্ মু'তাফিকা-তি;
যেমন নূহ, আদ, সামূদ সম্প্রদায়ের এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ান ও বিপর্যস্ত জনপদের অধিবাসীদের, তাদের

أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

আতাত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বায়্যিনা-তি, ফামা- কা-নাল্লা-হু লিইয়াযলিমাহুম্ ওয়া লা-কিন্ কা-নূ~আনফুসাহুম্
কাছে তাদের রাসূল স্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন, আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর অত্যাচার করবেন, কিন্তু তারা নিজেরাই

يَظْلِمُونَ ﴿٧١﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ

ইয়ায্‌লিমূন্। ৭১। ওয়াল্ মু'মিনূনা ওয়াল্ মু'মিনা-তু বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া—উ বা'দ্ব্। ইয়া'মুরূনা
নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল। (৭১) মুমিন পুরুষ এবং মুমিন মহিলা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ

বিল্ মা'রূফি ওয়া ইয়ান্‌হাওনা 'আনিল্ মুন্‌কারি ওয়া ইয়ুক্বীমূনাসস্বালা-তা ওয়া ইয়ু'তূনা যাকা-তা ওয়া ইয়ুত্বী'উনা
নির্দেশ দেয় এবং অন্যায় (খারাপ) কাজ থেকে (মানুষদেরকে) বিরত রাখে, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা

اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٢﴾ وَعَدَ اللَّهُ

ল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ, উলা—ইকা সাইয়ারহামুহুমুল্লা-হু, ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ হাকীম। ৭২। ওয়া'আদাল্লা-হুল্
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের উপরই আল্লাহ অতিশীঘ্র অনুগ্রহ দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। (৭২) আল্লাহ (এসব)

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি জ্বান্নাতিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আনহা-রু খা-লিদীনা ফীহা-
মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাদের জন্য এমন জান্নাতের ওয়াদা করেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

ওয়া মাসা-কিনা ত্বায়্যিবাতান্ ফী জ্বান্নাতি 'আদ্‌ন্; ওয়া রিদ্বওয়া-নুম্ মিনাল্লা-হি আক্‌বার; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্
থাকবে, (এবং ওয়াদা করেছেন) উৎকৃষ্ট বাসস্থানের যা জান্নাতে চিরস্থায়ী বিদ্যমান এবং এগুলোর মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড় নেয়ামত, এটাই পরম

الْعَظِيمُ ﴿٧٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ

রুকু ১৫ ৯

'আযীম। ৭৩। ইয়া~আইয়্যুহান্নাবিয়্যু জ্বা-হিদিল্ কুফ্‌ফা-রা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বীনা ওয়াগ্‌লুয্ 'আলাইহিম্; ওয়া মা'ওয়া-হুম্
সফলতা। (৭৩) হে নবী! কাফির ও মুনাফিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের উপর কঠোর হোন, তাদের বাসস্থান

جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٤﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

জ্বাহান্নাম; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ৭৪। ইয়াহ্‌লিফূনা বিল্লা-হি মা- ক্বা-লূ; ওয়া লাক্বাদ্ ক্বা-লূ কালিমাতাল্ কুফ্‌রি
জাহান্নাম আর তা কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (৭৪) তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা অমুক কথা বলেনি, অথচ তারা কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর

وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ

ওয়া কাফারূ বা'দা ইস্‌লা-মিহিম্ ওয়া হাম্মূ বিমা- লাম্ ইয়ানা-লূ, ওয়া মা- নাক্বামূ~ইল্লা~আন্ আগ্‌না-হুমু

কাফির হয়ে গেছে এবং তারা কামনা করেছিল এমন বিষয়ের যা পূর্ণ করতে পারেনি, তারা শুধু এরই প্রতিদান দিয়েছিল যে, তাদেরকে সম্পদশালী করেছিলেন

اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ

ল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ মিন্ ফাদ্বলিহী, ফা ইঁয়ইয়াতূবূ ইয়াকু খাইরাললাহুম্, ওয়া ইঁয় ইয়াতাওয়াল্লাও ইয়ু'আযযিব হুমু

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহ থেকে, যদি তারা এরপরও তওবা করে, তবে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে

اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

ল্লা-হু আযা-বান্ আলীমা-, ফিদ্দুন্‌ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ্, ওয়ামা- লাহুম্ ফিল্ আরদ্বি মিওঁ ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা-

নেয়; তবে আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দিবেন যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং পৃথিবীতে তাদের কোনই বন্ধু ও সাহায্যকারী

نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ

নাস্বীর্। ৭৫। ওয়া মিনহুম্ মান্ 'আ-হাদাল্লা-হা লাইন আ-তা-না- মিন্ ফাদ্বলিহী লানাসস্বাদ্দাক্বান্না ওয়া লানাকূনান্না মিনাস

নেই। (৭৫) তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল, যদি আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে (অর্থ সম্পদ) দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা সদ্‌কা

الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝

স্বা-লিহীন্। ৭৬। ফালাম্মা~আ-তা-হুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী বাখিলূ বিহী ওয়া তাওয়াল্লাও ওয়াহুম্ মু'রিদূ-ন্।

করব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব। (৭৬) অতঃপর যখন আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে (সম্পদ) দান করলেন তখন তাতে কার্পণ্য শুরু করল এবং উপেক্ষা করে ফিরে গেল।

﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا

৭৭। ফাআ'ক্বাবাহুম্ নিফা-ক্বান্ ফী ক্বুলূবিহিম্ ইলা- ইয়াওমি ইয়ালْক্বাওনাহূ বিমা~আখ্‌লাফূল্লা-হা মা- ওয়া'আদূহু ওয়া বিমা-

(৭৭) অনন্তর আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তরে নেফাকী (কপটতা) পয়দা করলেন যা আল্লাহর সাথে মিলনের দিন পর্যন্ত থাকবে, এ কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত

كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ

কা-নূ ইয়াক্‌যিবূন্। ৭৮। আলাম্ ইয়া'লামূ~আন্নাল লা-হা ইয়া'লামু সিররাহুম্ ওয়া নাজ্‌ওয়া-হুম্ ওয়া আন্নাল্লা-হা

ওয়াদা ভংগ করেছে এবং তারা মিথ্যা বলছিল। (৭৮) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের গোপন বিষয় এবং তাদের গোপন পরামর্শ সবকিছুই জানেন, নিশ্চয়ই

عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ

'আল্লা-মুল্ গুইয়ূব্। ৭৯। আল্লাযীনা ইয়াল্‌মিযূনাল্ মুত্ত্বাওবি'য়ীনা মিনাল্ মু'মিনীনা ফিসস্বাদাক্বা-তি

আল্লাহ সকল গোপন তথ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন। (৭৯) যারা নিন্দা করে, নফল সদকা প্রদানকারী মুমিনদেরকে এবং তাদেরকে যারা তাদের শ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া অন্য

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ۖ

ওয়াল্লাযীনা লা- ইয়াজ্‌দূনা ইল্লা- জুহ্‌দাহুম্ ফাইয়াস্‌খারূনা মিন্‌হুম্; সাখিরাল্লা-হু মিন্‌হুম্,

আর কিছুই পায় না, তারা তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের এ ঠাট্টার প্রতিফল দিবেন, তাদের জন্য রয়েছে

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٠﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ

ওয়ালাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম। ৮০। ইস্‌তাগ্‌ফির্ লাহুম্ আও লা- তাস্‌তাগ্‌ফির্ লাহুম্ ইন্ তাস্‌তাগ্‌ফির্ লাহুম্ সাব্'ঈনা
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৮০) তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন (উভয়ই সমান); যদি আপনি সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা

مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

মার্‌রাতান্ ফালাই ইয়াগ্‌ফিরাল্লা-হু লাহুম; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কাফার্র বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্‌দিল্
করেন আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না, এটা এ কারণে যে, তারা কুফরী করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে, আল্লাহ ফাসিক (পাপাচারী) সম্প্রদায়কে সঠিক পথ

১০ (৮) ১৬ রুকূ

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨١﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا

ক্বাওমাল্ ফাসিক্বীন্। ৮১। ফারিহাল্ মুখাল্লাফূনা বিমাক্ব'আদিহিম্ খিলা-ফা রাসূলি ল্লা-হি ওয়া কারিহূ~
প্রদর্শন করেন না। (৮১) (তাবুক যুদ্ধে) পেছনে (গৃহে) থাকা লোকগুলো রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজ গৃহে থাকার কারণে বেশ আনন্দ লাভ করেছে

أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي

আই ইয়ুজা-হিদূ বিআম্‌ওয়া-লিহিম্ ওয়া আন্‌ফুসিহিম্ ফী সাবীলিল লা-হি ওয়া ক্বা-লূ লা- তান্‌ফির্র ফিল
এবং আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা না পছন্দ করেছে এবং তারা বলল, এ গরমের মধ্যে (যুদ্ধে) বের হয়ো

الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٢﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا

হার্‌রি; কুল্ না-রু জাহান্নামা আশাদ্দু হার্‌রা-; লাও কা-নূ ইয়াফ্‌ক্বাহূন্। ৮২। ফাল্ইয়াদ্‌হাকূ ক্বালীলাওঁ
না। তাদেরকে বলুন, জাহান্নামের অগ্নি এর চেয়ে অধিক গরম, যদি তারা বুঝত। (৮২) অতএব (পৃথিবীতে) তারা কম হেসে নিক

وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ

ওয়াল্ ইয়াবকূ কাছীরা-, জ্বাযা—আম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্। ৮৩। ফাইঁর্ রাজ্বা-'আকাল্লা-হু ইলা-
এবং (পরকালে) তারা অনেক বেশী কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে। (৮৩) এরপর যদি আল্লাহ আপনাকে (মদিনায়) তাদের কোন দলের নিকট ফিরিয়ে আনেন,

○ টীকা (আয়াত-৮০) 'সত্তর বলতে সত্তর সংখ্যা নয়; বরং উহার মর্ম অধিক। ইহা আরবে প্রচলিত একটি বিশেষ কথা। যদ্রূপ এদেশের লোক কখনও 'পঞ্চাশ', কখনও 'একশত' এবং কখনও 'হাজার'-এর উল্লেখ করে থাকে। যথা– পঞ্চাশবার, একশত বার, হাজার বার এ কথা বলা হয়েছে– এরূপ কথার প্রচলন এদেশে রয়েছে। হাদীসে উক্ত আছে, আব্দুল্লাহ নামক মুনাফিকের মৃত্যু ঘটলে, তদীয় পুত্র হযরত নবী করীম সমীপে উপস্থিত হয়ে পিতার জানাযা নামায পড়ায়ে দেয়ার জন্য আরয করে। রাসূল (সা) সম্মতি জ্ঞাপনান্তে আব্দুল্লাহর জানাযা নামায পড়াতে প্রস্তুত হন। আব্দুল্লাহ পাকা মুনাফিক, ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল এবং আব্দুল্লাহ কর্তৃক হযরত রাসূলুল্লাহ ও মুসলমানদেরকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল। আব্দুল্লার জানাযা নামায পড়াতে হযরত ওমর রাসূলুল্লাহকে বাধা প্রদান করেন এবং অত্র আয়াত স্মরণ করিয়ে দেন। তখন রাসূলে আকরাম (সা) ফরমায়েছেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করা না করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আপনি সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আমি ক্ষমা করব না। অতএব আমি সত্তর বারেরও অধিক দোয়া করব। এটা বলে হুজুর আব্দুল্লার জানাযা নামায পড়ালেন শুধু এটাই নয়; বরং তার কাফনের জন্য নিজের একটি কোর্তাও দান করলেন। আব্দুল্লার জানাযা নামায পড়ানো শেষ হতেই আয়াত নাযিল হয়, আয়াতটি পরে আসছে। এরপর থেকে তিনি মুনাফিকরদের জানাযা ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ত্যাগ করেন। রাসূল (সা)-এর কার্য হতে এটা যেন মনে না করা হয় যে, তিনি 'সত্তর'-এর প্রচলন বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন না, বরং কথা হচ্ছে যে, রাসূল (সা) শারাফাত এবং রহমতের খনি ছিলেন। "দোষ ক্ষমা এবং অনুকম্পা প্রদর্শন" তার নৈতিক জীবনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আর অন্যদিকে, আল্লাহর করুণা ও দয়া হতেও তাঁর ভরসা ছিল। রাসূল (সা)-এর মন 'সত্তর' শব্দটির একটি উপলক্ষ করে তাঁর "রাহমাতুল্লিল আলামীন" হওয়া সাব্যস্ত করে দেখান। ("হে আল্লাহ) তুমিও করীম, তোমার রাসূলও করীম, আমরা দুই করীমের মধ্যে আছি তজ্জন্য শত শোকর") আর ঐ যে আব্দুল্লাহর কাফনের জন্য নিজের কোর্তা দান করেছিলেন, তার ভেদ তত্ত্ব এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা আব্দুল্লাহ কর্তৃক একটি উপকারের বিনিময় ছিল। হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস মুসলমান হলে তখনই তার কাপড় বদলাবার আবশ্যক হয়। হযরত আব্বাস হৃষ্টপুষ্ট মোটা সোটা লম্বা-চওড়া লোক থাকায় এক আব্দুল্লার কোর্তা ছাড়া অন্য কোন মুসলমানের কোর্তা তার গায়ে লাগে নি। প্রিয় পাঠক! প্রত্যুপকারের চাক্ষুস দৃশ্য হযরত নবী করীম (সা)-এর নীতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অবলোকন করুন। এটা সেই কিছুই যা রাসূল আকরাম (সা)-এর সাথে আমাদের আকীদাকে বৃদ্ধি করে থাকে।

طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا

ত্বা—য়িফাতিম মিন্হুম্ ফাস্তা'যানূকা লিল্খুরূজ্বি ফাক্বুল লান্ তাখরুজূ মা'য়িয়া আবাদাওঁ ওয়ালান্ তুক্বা-তিলূ

অতঃপর যদি তারা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়, তবে আপনি বলে দিবেন, তোমরা আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং কখনও যুদ্ধ করবে না।

مَعِيَ عَدُوًّا ۭ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ۝ وَلَا

মা'য়িয়া 'আদুওওয়ান ; ইন্নাকুম্ রাযীতুম্ বিল্কু'উদি আওয়্যালা মাররাতিন্ ফাক্'উদূ মা'আল্ খা-লিফীন্। ৮৪। ওয়ালা-

শত্রুদের সাথে আমার সাথী হয়ে। তোমরাতো প্রথমবারই (গৃহে) বসে থাকাটাই পছন্দ করেছিলে, সুতরাং তোমরা পিছে বসে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক। (৮৪) আর

تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰي قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

তুস্বাল্লি 'আলা~আহ্বাদিম মিন্হুম মা-তা আবাদাওঁ ওয়ালা- তাক্বুম 'আলা- ক্বাব্রিহী; ইন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী

যদি তাদের মধ্যে কেউ মারা যায়, তবে আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায পড়বেন না এবং তাদের কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াবেন না, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ

ওয়া মা-তূ ওয়াহুম্ ফা-সিক্বূন। ৮৫। ওয়ালা- তু'জ্বিবকা আমওয়া-লুহুম্ ওয়া আওলা-দুহুম্, ইন্নামা- ইয়ুরীদুল্লা-হু

সাথে কুফরী করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে। (৮৫) আপনাকে যেন আশ্চর্যান্বিত না করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই

اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ وَاِذَآ اُنْزِلَتْ

আই ইয়ু'আযিবাহুম্ বিহা- ফিদ্দুন্ইয়া- ওয়া তাযহাক্বা আন্ফুসুহুম্ ওয়া হুম্ কা-ফিরূন্। ৮৬। ওয়া ইযা~উনযিলাত্

যে, সেসব (সম্পদ, সন্তান-সন্ততি) দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিবেন এবং তাদের আত্মা বের হবে কুফরী অবস্থায়। (৮৬) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়,

سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ

সূরাতুন্ আন্ আ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া জ্বা-হিদূ মা'আ রাসূলিহিস্ তা'জানাকা উলুত্ব ত্বাওলি মিন্হুম্

এ মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সাথে মিলে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্য হতে সামর্থবান ব্যক্তিরা অনুমতি প্রার্থনা করে

وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ

ওয়া ক্বা-লূ যারনা- নাকুম মা'আল্ ক্বা-'য়িদীন্। ৮৭। রাদূ বিআই ইয়াকূনূ মা'আল্ খাওয়া-লিফি ওয়া তুবি'আ

এবং বলে আমাদেরকে রেহাই দিন, আমরা উপবিষ্টকারীদের সাথে থাকব। (৮৭) তারা গৃহে বসা মহিলাদের সাথে থাকাটাই

عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا

'আলা- কুলূবিহিম্ ফাহুম্ লা- ইয়াফ্ক্বাহূন্। ৮৮। লা-কিনির্ রাসূলু ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ জ্বা-হাদূ

পছন্দ করেছে তাদের অন্তরে মোহর মারা হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝে না। (৮৮) কিন্তু রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান

بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

বিআম্ওয়া- লিহিম্ ওয়া আন্ফুসিহিম্, ওয়া উলা—ইকা লাহুমুল্ খাইরা-তু ওয়া উলা—ইকাহুমুল্ মুফলিহূন্।

এনেছে তারা তাদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়ে যুদ্ধ করেছে তাদের জন্যই কল্যাণ রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

٨٩ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

৮৯। আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম্ জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-; যা-লিকাল ফাওযুল্

(৮৯) তাদের জন্য আল্লাহ এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটাই বিরাট

১১ ع ৯ ১৭ রুকূ

الْعَظِيمُ ٩٠ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ

'আযীম্। ৯০। ওয়া জ্বা—আল্ মু'আয্যিরূনা মিনাল আ'রা-বি লিইয়ু' যানা লাহুম্ ওয়া ক্বা'আদাল্লাযীনা

সফলতা, (৯০) (আরব) বেদুঈনদের মধ্য হতে অজুহাতকারী কিছু লোক উপস্থিত হল, যাতে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় এবং যারা

كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

কাযাবুল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ, সাইয়ুস্বীবুল্লাযীনা কাফারূ মিনহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা বলেছে তারা একেবারে বসে থাকল। অতিশীঘ্রই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে,

٩١ لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ

৯১। লাইসা 'আলাদ্ব দ্বু'আফা—য়ি ওয়া লা- 'আলাল্ মার্দ্বা- ওয়া লা-'আলাল লাযীনা লা- ইয়াজ্বিদূনা মা- ইয়ুন্ফিকূনা

(৯১) দুর্বল, পীড়িত এবং যারা ব্যয় করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপর কোনই গুনাহ নেই যদি তারা

حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ

হ্বারাজুন ইযা নাস্বাহূ লিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী, মা- 'আলাল মুহ্সিনীনা মিন্ সাবীলি, ওয়াল্লা-হু গাফূরুর্

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর দৃঢ় আস্থা রাখে, এ ধরনের নেককারগণের উপর কোনই অভিযোগ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম

رَّحِيمٌ ٩٢ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ

রাহ্বীম্। ৯২। ওয়ালা- 'আলাল্লাযীনা ইযা- মা~আতাওকা লিতাহ্মিলাহুম্ ক্বুল্তা লা~আজ্বিদু মা~আহ্মিলুকুম্

দয়ালু। (৯২) তাদের উপরও কোন অভিযোগ নেই, যারা আপনার কাছে আসছিল এজন্য যে তাদেরকে আপনি বাহন (যুদ্ধের সাওয়ারী) সরবরাহ করে দিবেন, তখন আপনি বলেছিলেন,

عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ

'আলাইহি; তাওয়াল্লাও ওয়া আ'ইয়ুনুহুম্ তাফীদ্বু মিনাদ্দাম্'ই হ্বাযানান্ আল্লা- ইয়াজ্বিদূ মা- ইয়ুন্ফিকূন্।

আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন বাহন (সাওয়ারী) নেই, তখন তারা দুঃখ নিয়ে অশ্রু প্রবাহিত নয়নে ফিরে গেল, এজন্য যে তারা (নিজের থেকে) কোন কিছু ব্যয় করার সামর্থ্য রাখে না।

٩٣ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن

৯৩। ইন্নামাস্ সাবীলু 'আলাল্লাযীনা ইয়াস্তা'যিনূনাকা ওয়াহুম্ আগনিইয়া—উ ; রাদ্বূ বি আইঁ

(৯৩) তাদের ব্যাপারেই অভিযোগ যারা অভাবমুক্ত হয়েও আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারা

يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ইয়াকূনূ মা'আল্ খওয়া-লিফি; ওয়া ত্বাবা'আল্লা-হু 'আলা- ক্বুলূবিহিম্ ফাহুম্ লা- ইয়া'লামূন্।

ঘরে বসা মহিলাদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তারা তা জানে না।